কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

নিম্নলিখিত মহাত্মগণ এতৎপুস্তক মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ের সাহায্য দানে অঙ্গীকার করায় কাব্য-রচয়িতা তাঁহাদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিল।

শ্রীযুক্ত বাবু গৌরকান্ত রায়
নিবাস রহিমপুর ২০৲

শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী জমীদার
নিবাস টেপা মধুপুর ১৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ মজুমদার
নিবাস দিলপশার ৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু সারদানাথ মজুমদার
নিবাস রাধানগর ৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু গৌরাঙ্গ সুন্দর রায়
নিবাস রামনগর ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ মজুমদার
নিবাস রাধানগর

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায়
জমীদার নিবাস তাড়াশ

} ইঁহারা কে কত দিবেন তাহা পূর্ব্বে বলেন নাই

পরমার্হণীয় শ্রীযুক্ত মাতুল গৌরকান্ত রায়
মহাশয়ের শ্রীশ্রীপাদপদ্মে।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদনম্।

আর্য্য! আপনি শৈশবাবধি এই অধীনের প্রতি যাদৃশ নিঃস্বার্থ-স্নেহ ও অকৃত্রিম-বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা স্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চিত ও অন্তঃকরণ ভক্তি-রসে অভিষিক্ত হইতে থাকে। অতএব আমি ভবৎসকাশে স্বানুরক্তি প্রদর্শন-স্বরূপ এই কাব্যকুসুমটি শ্রীচরণে সম্প্রদান করিলাম। অধুনা চির-দুঃখিনী সীতা আপনার ও পাঠকগণের করুণকটাক্ষে নিপতিতা হইলেই আমি সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ হইব।

একণে কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করি যে আমার পরমহিতৈষী কীচকবধ প্রভৃতি বহু কাব্যকার শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় এতৎগ্রন্থ উচিতাধিক শ্রমে সংশুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

রামনগর
১২৭৪।

সেবক
শ্রীযাদবানন্দ দাস।

সীতানির্বাসন কাব্য।

প্রথমসর্গ।

স্বর্গ-সরস্থিত সুরকুল-পদ্মবন
বিদলনকারি-করি-রাজা দশানন,
স্বর্ণময়ী-লঙ্কাটবী-বিহারী যে ছিলা,
রাঘব-কেশরী তারে সবংশে নাশিলা।
কুশলে কোশলে রাম বসি রাজাসনে
পালেন প্রকৃতিপুঞ্জে প্রোৎসাহিত মনে।
রাজসভা চিত্রলোভা, সে শোভা প্রকাশ
কেমনে করিবে, অয়ি ভারতি, এদাস ?
বাক্যেশ্বরি, এত বাক্য অধীনে কি আছে
ছেদিতে কি পারে ছুরি শাল্মলীর গাছে ?
কিংবা লঘু তৃণরাজি পারে কি রোধিতে
খরস্রোতস্বতী-স্রোত ? অথবা শুক্তিতে

সেচিয়া সলিলরাশি শূন্য যাদঃপতি
কে পারে করিতে ? তথা দাসের শকতি।
তবে যদি দয়াময়ি, দয়াদান কর,
এস তবে এস দেবি, মনোমসী হয়.
বসিয়া রসনাসনে কর অনুমতি
কহি যাহা কহ মাতঃ, যথা লজ্জাবতী
বঙ্গকুলাঙ্গনা কহে পরজনস্থানে
বালকের মুখে কথা ভিত্তি-ব্যবধানে।
   আকারে অচলশ্রেণী কনকপ্রাকারে
বেষ্টিত অযোধ্যা. চেষ্টি লংঘিতে কে পারে ?
মধ্যে রম্য হর্ম্ম্যরাজি হাটকে ঘটিত
কৌশলের সীমা যাহে হয় অনুমিত।
সদা বালমনে পুরী দিবাকর-করে,
অমরাবতীরে যেন উপহাস করে ;
অথবা রে সৌদামিনি, বারিদবসিতে,
কেন তব দ্রুতগতি না পারি বুঝিতে,
লজ্জা কি পেয়েছ (রূপমানিনী মতন)
এপুরীর রূপরুচি করি বিলোকন ?
মণিতে খচিতাসন, রচিত সোনার,
দিব্য প্রসন্নভাবে দাশরথি তার।
কাঞ্চন মুকুট শিরে ভাতি সুশোভন,
বহুধরে প্রাভাতিক রবির মতন,

বামে শোভে রামমহিষী সীতা রূপবতী,
হরিত দ্রুমেতে যেন সুবর্ণ ব্রততী।
বোধ হয় আজি জেতা দেখি যুবরাজে,
বামে যেন মূর্ত্তিমতী জয়শ্রী বিরাজে।
ধীরে ধীরে ঢুলাইছে চামর রুচির,
শ্রুতকীর্ত্তি-ভর্ত্তা আর ভরত সুধীর
জ্যেষ্ঠ সুখে সুখি দোঁহে হায় রে, যখন,
বনবাসিব্রত রাম বাসিলা কানন
পালিতে জনকাদেশ, বীতদ্বেষ হয়ে,
পূজিলা পাদুকা যাঁরা দুঃখিত হৃদয়ে।
ধরেছে লক্ষ্মণ ছত্র ছাড়ি শরধনু,
চম্পক-কম্বুক-বর্ণে সুরঞ্জিত তনু।
সুদীর্ঘ বিরহ পরে দম্পতী মিলন
দেখিয়া, অনঙ্গ রঙ্গে অঙ্গী কি এখন?
বদ্ধকরে স্তুতি করে পবনসন্ততি,
রামরূপ-চিন্তা-ব্রতধারী, মহামতি।
চতুর সুদূরদর্শী অমাত্যনিবহ
রীতিমতে রাজকার্য্য করে অহরহ।
ভ্রমিছে বাহিনিপতি বাহিনি সহিত,
কাঞ্চন কঞ্চুকে করি অঙ্গ আচ্ছাদিত,
হস্তে ল'য়ে শরাসন আঃ মরি যেমন
পাণ্ডব-পৃতনা-নাথ ধৃষ্টদ্যুম্ন

অর্জ্জুন গাণ্ডিবধারী খাণ্ডব দাহক,
ভ্রমে কুরু রণ-ভূমে প্রতাপে পাবক!
আলানে যূথপবদ্ধ রজতনিগড়ে,
বমথু (চালিলে শুণ্ড) বিন্দু বিন্দু পড়ে।
মদকল দল আছে করিয়া বেষ্টন,
ঐরাবতে বেষ্টি যেন নাক-দন্তিগণ।
সুরঙ্গ তুরঙ্গকুল মন্দুরা ভিতরে,
হেরি ইন্দ্র-হয়ে যেন উপহাস করে!
দ্বৈরপ, পাণ্ডু, কম্বলিন বাস্ত্র-রথ কত
সাজে স্থানে স্থানে, বোধ হয় এইমত,
শৈলহস্ত, ত্রাসে পাদশৈল সমুদয়
নির্বাসে সে বাসে যেন লভিয়া অভয়।
এইমত সুখেগত দিবস রজনী।
গর্ভিনী হইলা পরে পার্থিব রমণী
সীতা, হরষিত পুরে পুরবাসি-চয়,
আনন্দ উৎসবে সবে রবে জয় জয়।
প্রীতিপ্রাপ্ত প্রতিবাসিগণ প্রতিবাসে,
আমোদে দেখিবে নৃপসুত এই আশে।
একদা প্রমোদে রামহৃদবিলাসিনী
রঙ্গিছেন, লয়ে সঙ্গে রঙ্গিণী সঙ্গিনী
উর্ম্মিলা প্রভৃতি, যথা রাসবিহারিণী
রাধিকা রঙ্গেন সঙ্গে গোকুলকামিনী।

বাজায় মুরজ কেহ করপদ্মে ধরি
বাদ্য যার মনোহর ; কেহ বা বাঁশরী
বাজাইছে মুখে সুখে স্বরে সপ্তস্বরা,
সুমধুর ধ্বনি তাহা, মুনি মনোহরা,
কারু কোলে (যথা বালা প্রসূতির কোলে)
বাণী-বীণা নিভ বিনা মধু বোল বোলে ;
স্ত্রীকণ্ঠ-সম্ভূত গীত সে রবে মিশিয়া,
মোহিতেছে চারিদিক চিত্ত বিমোহিয়া !
সমাপি সঙ্গীত রঙ্গ অঙ্গনানিচয়ে,
সঞ্চালে অঞ্চল সবে চঞ্চল হৃদয়ে,
দূরিতে শরীর শ্রান্তি শান্তি কিছু পরে
রসালাপে রত যত রমণীনিকরে ;
সুধিলা ললনা এক কাকলী জিনিয়া
মৃদুস্বরে রাঘববাঞ্ছারে সম্বোধিয়া,
" সখি, অরি বিধুমুখি কহ লো আমারে
কিরূপ রাবণরূপ, দেব দৈত্য যারে
ডরিত, আছিল না কি দশমাথা তার ?
না শুনি এমন কথা জগত মাঝার ;
আঁকিয়া মাটীতে মূর্ত্তি দেখাইলে পরে
দেখিতাম সাধ অতি হয়েছে অন্তরে,
অনেক ভূপতি বালা না কি অবিরত
সেবিত তাহার পদ চিরদাসী মত,

মাতি তার রূপ মদে, হায়রে এছার
আঁখি না হেরিল সেই মূর্ত্তি একবার।
সফল লোচন তব ওলো সুলোচনে,
পেলে কত সুখ সখি সে মূর্ত্তি লোকনে।"
"কি লজ্জারে সখি," তবে বৈদেহী কহিলা,
সুমধুর ভাষে যেন বাসন্তী কোকিলা।
"ক্ষম পাপাত্মার কথা তুলিও না আর,
শুনিলে ওকথা শোক-পয়োধি আমার
উথলে, হায়রে, পাপী দিয়াছে যে কত
যাতন কঠোরতম আমা অবিরত!
ওরে সখি কোন্ দিনে এ পোড়া পরাণ
ত্যজি, করিতাম চিত্ত-তাপ অবসান,
কিন্তু সই অপমান-কারির দুর্দ্দশা
দেখিব রেখেছি প্রাণ করি এ ভরসা।
অতএব অই কথা তুলি পুনর্ব্বার
দিওনা যাতনা এই মিনতি আমার।"
উত্তরিলা সেই ধনী শুনি সীতাবাণী
বিনয়ে বাগ্রতাসহ জুড়ি দুই পাণি,
"সখিরে, এদাসী আর কি অধিক কবে?
দেখাও মূর্ত্তিটি আহা সাধ পুরে তবে।
বলিলে যে দুষ্ট কষ্ট দিয়াছে অপার,
মরেছে সে দুঃখ মুখে বলিতে কি আর?

ভুঞ্জে যে গরলপুঞ্জ সে বিষের কথা
স্মরিলে অন্তরে কভু পায় কি লো ব্যথা ? ”
কহিলা জানকী রাম-ধানুকি-ললনা
“ সত্য বলিতেছি সখি, না করি ছলনা।
যবে দুষ্ট পশি সেই দণ্ডককানন
ধরিলা আমারে বলে, মরিরে, যেমন
ধরে বলে মৃগরাজ মৃগদুহিতায়
নয়ন মিলিয়া ভয়ে দেখি নাই তায়।
কিন্তু সই দেখিয়াছি আমি একবার
অম্বুধির অম্বু মাঝে প্রতিবিম্ব তার
ভয়াল অতীব, আহা, আঁকিতে তাহারে
অভয় অন্তরে সই কার সাধ্য পারে ? ”
এত বলি সেই মূর্ত্তি আঁকিতে বসিলা
ক্ষিতিতলে একমনে ক্ষিতিপ মহিলা।
সমুকুট দশশির আঁকি, তার পরে
আঁকিলা বিংশতি বাহু, দিলা ধনুঃ করে।
সমাপি অঙ্কণ কার্য্য হইলা শঙ্কিত
মৈথিলী, রাবণে ভ্রমে ভাবিয়া জীবিত।
কম্পে কর থরথর পয়োধর দ্বয়,
কামুকে দেখিয়া যথা সতীর হৃদয় !
কাঁদিয়া কহিলা সীতা, “ হায় প্রাণেশ্বর
কোথা এ বিপত্তি-কালে আসি ত্রাণ কর

দুঃখিনী দাসীরে, নাশি পাপীরে এখন,
পুনঃ মোরে হরে বলে দুষ্ট দশানন!"
চমকিয়া সখীচয় থমকিলা তথা
শুনিয়া সতীর হৃদবিদারিণীকথা।
ধরিয়া জানকী করে সহচরী দলে
দূরিলা প্রবোধি ত্রাস অশেষকৌশলে।
হাসে হেন রঙ্গ দেখি রঙ্গিণীনিকরে,
ঝলকে চপলা যেন অধর উপরে।
শায়িত ভবানী শিব সনে পুষ্পাসনে
কৈলাসে বিলাসে দোঁহে পুলকিত মনে।
আচম্বিতে শঙ্করীর শরীর কাঁপিল,
অহো, বোম কথা যেন অন্তরে উদিল
সুদীর্ঘ সময় পরে! জিজ্ঞাসিলা হর
ব্যস্ত চিত্তে অম্বিকার ধরি যুগকর
"কেন প্রিয়ে, তব বপু ত্রাসিল এখন
আচম্বিতে? নাহি হেরি ভয়ের কারণ।
দেব, দৈত্য যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
নর আদি নিরবধি ভীম-কলেবর
কৃত্তি-বাসে কে না ত্রাসে? তাহারি নিকটে
থাকি কি পাইলে ভয় বল অকপটে।"
প্রতিভাষে হাসি সতী দিলেন উত্তর
"প্রাণনাথ যে কারণে কাঁপিল অন্তর

শুন সে বারতা, যবে রাঘববনিতা
শঙ্কা-পূর্ণ লঙ্কা ছাড়ি নায়ক গৃহীতা
হইলা, তখন মম ভক্তা মন্দোদরী
আলাপিতে তার সনে গেলা আশা করি :
কিন্তু নাথ অভিমানে জনকের সুতা
না কহিলা কোন কথা থাকি মৌনযুতা।
হেন বিপরীত রীতে পেয়ে পরিতাপ,
রাক্ষসমহিষী রোষি দিলা তারে শাপ।
" সুভগে, ও রাজবালে, রামসোহাগিনি,
করিলা দাসীরে তুচ্ছ দেখি অভাগিনী।
অচিরে তোমার গর্ব্ব খর্ব্বিবে গর্ব্বিণী,
যদি আমি হই সতী পতি প্রণয়িনী
ফলিবে আমার শাপ, স্বামীর বিরহ-
তাপে তপ্ত রবে তব দেহ অহরহ,
কিছুদিন পরে পুনঃ ত্যজিবে রাঘব
তোমারে নিশ্চয়, যদি সানুকূলা ভব-
বিলাসিনী শিবা থাকে এদাসীর প্রতি
ফলিবে আমার শাপ শুন, মানবতি।"
' সেই কথা আজি নাথ উদিল অন্তরে
ফলাইব সতী শাপ এত দিনান্তরে
হয়েছে সময় তার, এই সে কারণ
কাঁপিল শরীর।' শিবা বলি এ বচন

নীরবিলা ক্ষণকাল মরিয়ে যেমন
নীরবে বীণার রব ক্ষণেক কারণ
সমাপি গীতের পদ, তবে কাত্যায়নী
স্মরিলা নিদ্রারে, নিদ্রা আসিল অমনি।
নিবেদিলা নিদ্রাদেবী নমি ভবানীরে
"কি হেতু স্মরিলা মাতঃ অধীনা দাসীরে?
কি করিব অনুমতি কর হৈমবতি,
শুনিলে সন্তোষ পাই তোমার ভারতী।
উদিল কি তমোগুণ পিনাকীর মনে?
লয়িতে বাঞ্ছিলা কি মা ত্রিভুবনজনে?
কণ বিরূপাক্ষ চক্ষুঃ আবরি কি তাঁরে
বিমুগ্ধ করিব, দেবি কহ তা আমারে।"
ভাষিলা ঈশানী পরে ভাষা মনোহর
ভাষে যেন বীণা মরি ধরি গীতান্তর
"অয়ি নিদ্রে শ্রান্ত-জন শ্রান্তি-বিনাশিনি,
স্মরিলাম যে কারণে শুন সে কাহিনী।
আমার পরমভক্তা সতী মন্দোদরী,
রাঘবপ্রিয়ারে শাপ দিলা রোষ করি,
অচিরে রাবণ-অরি জানকী ত্যজিবে
ছিলনা উপায় শাপ কিসে সফলিবে
এতদিন; কিন্তু আজি ললনা সকলে
দেখাইতে রাবণের মূর্ত্তি পৃথ্বিতলে

আঁকিলা জানকী, তুমি করলো গমন
করিবে সীতার দুই অক্ষি আক্রমণ ;
অঙ্কিত বারণোপরে যেন সুনিদ্রিত
থাকে সীতা, দেখে যেন রাঘব নিশ্চিত
তবেই সতীর শাপ হইবে সফল,
তেলাগিয়া স্মরিলাম তোমারে কেবল ;"
কল কল স্বরে তবে নিদ্রাদেবী বলে
ভবানীরে, " দিবে কি মা বৈদেহীরে ছলে
দুঃখ , অপযশঃ তব হইবে শঙ্করি,
দিবে কি দুর্গতি ছি ছি, দুর্গা নাম ধরি ।
পতি প্রেম-সুখে আজি সতীরে বঞ্চিতে
বাঞ্ছা কি করিলা ওমা, পাষাণ দুহিতে,
পাষাণ হৃদয়া হয়ে, হায় এ পাপিনী
পালি এ নিষ্ঠুর আজ্ঞা চিরবিরহিনী
করিবে কেমনে তারে, মুহূর্ত্ত যে জন
বাস্ত হয় না দেখিলে দয়িত-বদন !"
শুনিয়া নিদ্রার বাণী ভবানী তখন
কহিলা, " রে নিদ্রে, আমি কি করি এখন ।
মৈথিলীরে দুঃখ দিতে ইচ্ছা কিলো হয়
বিনা দোষে ? কিন্তু জগতের সতীচয়
সতীত্ব বিচ্যুতি ভয়ে হইবে কি ভীতা ?
মন্দোদরী কথা যদি না হয় ফলিতা ।

তাই বলি সীতাপাশে যাও একবার,
হবে না অধিক দুঃখ সহিতে তাহার।
সতী শাপে সতী সীতা বঞ্চিবে কানন
অনধিক কাল। পরে করিবে গ্রহণ
রাঘব ভার্য্যারে। সুখ বিস্তর বাড়িবে
রক্ষোরাজ মহিষীর শাপ সফলিবে।"
তবে নিদ্রা অবনিতে পুলকিত মনে
চলিলা চঞ্চলা প্রায় চঞ্চল গমনে।
নন্দন-কানন হতে যেন পারিজাত-
প্রসূন কলিকা ভূমে হইল নিপাত
বাতভরে। বৈদেহির সমীপেতে গিয়া
আচ্ছাদিল নেত্র তার সময় বুঝিয়া।
হইল অলস কায় বিশ্রাম লভিতে
শুইলা গুর্ব্বিণী পাতি অঞ্চল ভূমিতে
বারণের অক্ষোপরি, নিঃশঙ্ক অন্তরে,
দেখি সহচরীগণ গেলা স্থানান্তরে।
দিবসের মধ্য ভাগ দ্বিতিয় প্রহরে
আলোক যখন সীমা প্রদর্শন করে
শক্তির, রজত কান্তি ভাস্কর-মণ্ডল
ধরিয়া প্রখর, কর, তাপিল সকল।
নর, নারী, পশু, পক্ষী, পতগ, কুণ্ডলি,
অন্বেষে শীতল স্থান সবে তাপে জ্বলি!

সহিতে না পারি। গিয়া মন্ত্র-গেহে, পরে
আহ্বানিলা ভ্রাতৃ-দলে দুঃখিত অন্তরে!
আসিলা ভরত, যার ভারতে সুনাম
ভ্রাতৃ-ভক্তি প্রদর্শনে; আসে গুণধাম
শত্রুঘ্ন, লবণ-শত্রু; লক্ষ্মণ সুমতি
আসিলা লক্ষণে যেন জিনি রতিপতি।
মৃগেন্দ্র পারীন্দ্র যথা গভীর কাননে
কুপিলে, অরবে রহে বন্যমৃগগণে,
তেমতি ভরত-আদি দেখি রাজ-রোষ
রহিলা নীরবে, নাহি জানি কোন দোষ
করিয়াছে কোন দোষী। মৃদু-মধুভাষে
সুধিলা লক্ষ্মণ সুধী, ভূপতি সকাশে
"অহে আর্য্য, কোন কার্য্যে মন্ত্র-নিকেতনে
গতি তব অসময়ে? এ সেবকগণে
ডাকিলে কি হেতু? তাহা করিয়া প্রকাশ,
দূরো মনোভয় দেব, পূরো অভিলাষ।
হে দেব, এদাসদলে কতই সংশয়
করিবে না শুনি তব বাক্য সুধাময়।"
কহিলা রাবণজেতা অনুজবচনে
"বৎস, সে বীভৎস কথা আনিব কেমনে
আমার এ মুখে? ছি ছি, শ্রবণিলে তাহা
পাইবে সন্তাপ সবে, কেমনে রে, আহা,

সন্তাপিব তোমাদেরে! কিন্তু দেখ, ভাই,
রাঘবের এজগতে আর কেহ নাই
তোমরা বিহনে; তবে প্রতিবিধানিতে,
বলি সেই কথা যদি বাঞ্ছিলা শুনিতে।"
'এ মহীমণ্ডলে, ভাই, সুখী সেই নরে
পত্নী যার পতিব্রতা, সদা সেবা করে
কায় মনে।' আজি বৎস, দুঃখের বারতা,
কি কহিব, হায়, যারে সবে পতিব্রতা
জানিতাম, সেই সীতা বনিতা আমার,
কামুকী কুলটা, চিহ্ন দেখিলাম তার!
সমরে অমর-অরি পামর রাবণে
নাশিলাম বৃথা, ভাই জানকী কারণে।
বৃথা-ব্যথা দানিলাম বলীমুখগ্রামে!
সংগ্রামে কাঁপিত ত্রিলপুর যার নামে
মারিলাম সে বালিরে কিষ্কিন্ধ্যার পতি
অন্যায়-আহবে বৃথা! হায়, তারা সতী
কত যে পাইলা দুঃখ! রে সলিলপতি,
বৃথা বাঁধিলাম তোরে আমি ক্ষুদ্রমতি!
" ভরত লক্ষ্মণ, ভাই শত্রুঘ্ন সুধীর,
শুন সে ঘৃণার কথা; উদিলে মিহির
অম্বর-অন্তর-দেশে, বৈদেহী সদনে
যেয়ে দেখিলাম আমি এ পাপ-নয়নে;

দশানন মূর্ত্তি সীতা আঁকিয়া ভূপরে,
শয়নিয়া আছে তাহে নিঃশঙ্ক অন্তরে !
কার না উপজে রোষ এ রোষ দেখিলে
বনিতার ? এভুবনে পারে অন্বেষিলে
হেন কাপুরুষ কভু ? তবে কি এখন
নীরবে রহিব আমি নিস্তেজ মতন ?
কুলের কলঙ্ক, তাই করিতে মোচন
ত্যজিব সীতায় আমি করিয়াছি পণ।
অতএব বলি সবে যদি মম প্রতি
দয়া, মায়া, ভক্তি থাকে, তবে এ ভারতী
খণ্ডিতে, দণ্ডিতে, বৎস, আমার জীবন,
তুলোনা আপত্তি দেখি বিপত্তি-লক্ষণ।
প্রজাবৃন্দে অপযশঃ ঘোষে সমুচিত
চারিদিকে, বৈদেহীর সংশয় চরিত।
যাহা শুনিলাম চর দুর্ম্মুখের মুখে
দেখিলাম চক্ষে তাহা ! আর কোন্ সুখে
থাকি তার সহবাসে ? হে অনুজগণ,
তেকারণে করিয়াছি এই দৃঢ়পণ।
ধিক্ সে রাজারে, বৎস, প্রজা ভর্ৎসে যারে
দুরদৃষ্ট তার মত কে আছে সংসারে ? "
 আচম্বিতে কালোরগ দংশিলে যেমন
পড়ে রে কোমল-তনু শিশু অচেতন

হবে. তথা সুবিনীত অনুজত্রিতয়
পড়িলা ভূমিতে মরি নিদয়হৃদয়
অগ্রজের ভয়ে! ভাসি নয়নের জলে,
তুলিলা ধরিয়া রাম অনুজ সকলে।
কাঁদিলা যুবক ত্রয় উঠি হাহাকারে,
রাঘব কাঁদিলা; হায় হায় একেবারে
উথলিল খেদ-সিন্ধু মহাশোকময়!
হল রে মন্ত্রণাশালা যন্ত্রণা-নিলয়!

সম্বরিল রোদনের রোল কিছু পরে।
রহিলা অবাক্ হয়ে অনুজনিকরে
শুনি অগ্রজের পণ অতীবকঠিন,
তুলিতে আপত্তি সবে সাহসবিহীন।
কতক্ষণে কহিছেন ঊর্ম্মিলাবিলাসী
কৃতাঞ্জলিপুটে মরি আঁখিনীরে ভাসি;
"কার সাধ্য আর্য্য তব খণ্ডিতে বচন
আপত্তিয়া, কিন্তু হিয়া কাঁদে সেকারণ
নিবেদি চরণপদ্মে ক্ষমি অপরাধ,
শুন দেব এদাসের পুরে তবে সাধ।
লঙ্কার আহব যবে অবসান হয়
উদ্ধারি আর্য্যারে, দেব, চরিত্রে সংশয়
করি পরীক্ষিলা তারে নিক্ষেপি অনলে,
মিথ্যা নয় জানে তাহা দেখেছে সকলে।

তবে প্রভো ভাব দেখি আপনার মনে
আর্য্যার প্রকৃতি-দোষ প্রকৃত কেমনে?
তবে যে বৈদেহী দোষ দেখিলা নয়নে
বিধি বিড়ম্বনা ইহা বুঝিব কেমনে
লঘুবোধে? অনুরোধি ধরিয়া চরণ
দেবী জানকীরে দেব, কর না বর্জ্জন।
ভিখারী আমরা এবে তুমি দয়াময়
দাতা, সীতা-রক্ষা ভিক্ষা যাচি এসময়
তব স্থানে, অন্য ধনে নাহি দেব আশ;
তূর্ণ কর দাসগণে পূর্ণ-অভিলাষ।
আর্য্যাণীরে দুঃখনীরে করি নিমজ্জন
সজ্জনের হাস্যাস্পদ হবে কি রাজন্?"
উত্তরিলা রামচন্দ্র বৈদেহীরঞ্জন
ভ্রাতৃবর্গে মৃদুস্বর করি সম্বোধন;
"হে ভরত রে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন সুমতি,
ত্যজিব সীতায় আমি শুন এ ভারতী,
নিশ্চয় ত্যজিব তারে করিয়াছি পণ,
মিছা অনুরোধো তারে রক্ষার কারণ।
জীবন ত্যজিতে পারি হেন অপমানে
আমি, সত্য বলি ইহা তোমাদের স্থানে,
পরাণপ্রতিম সবে তোমরা আমার,
দোষ দেখি করিবারে পারি পরিহার

তোমাদেরে; তাহে ভাই জানকী বর্জ্জন
জান কি কঠিন কর্ম্ম হে অনুজগণ ?
হে ভাই লক্ষ্মণ, তুমি এই উপকার
করি এ বিপদে মোরে করহ উদ্ধার।
বাল্মীকি-আশ্রমপদে লইয়া সীতারে
(বন বিলোকন ছলে) রাখিবে তাহারে
যে পর্য্যন্ত ভাগীরথী নাহইবে পার
কহিবে না জানকীরে প্রতিজ্ঞা আমার।
হে ভাই আমার এই প্রতিজ্ঞা পালনে
না কর অবজ্ঞা দেখ যত বিজ্ঞজনে
অগ্রজের আজ্ঞা (হলে অজ্ঞের মতন)
তথাপি জীবন-পণে করে রে পালন।"
উত্তরিলা উর্ম্মিলার হৃদয়রঞ্জন
লক্ষ্মণ ; " হে দেব, আমি কেমনে পালন
করিব তোমার আজ্ঞা ? হায় কোন্ মুখে
কহিব একথা আর্য্য, আর্য্যার সম্মুখে ?
হে বিধে কি অপরাধে জানকী ললাটে
লিখিলে এদুঃখ ? হায় খেদে বুক ফাটে !
পাপানলে দহিবারে, কি দোষ দেখিয়া
নির্ম্মাইলা রাঘবের অনুজ করিয়া !
হায়রে, অনুজধর্ম্ম করিতে পালন
কেমনে এ পাপকার্য্য করিব এখন ?

রে কৃতান্ত, সুখ অন্ত হয়েছে আমার,
গ্রহ মোরে, গ্রহ-দোষ ঘটেছে রাজার!
গ্রহপতে, তব বংশ-অবতংস রাম
বিনা দোষে জানকীর প্রতি হই বাম,
ত্যজিবেন তাঁরে তবকুল কলঙ্কিয়া
বারো তাঁরে বিরোচন, সদয় হইয়া।”

রাঘব ঊর্ম্মিলা-কান্তে করি সম্বোধন
কহিলা, “হে ভ্রাতঃ আর না করি রোদন
পাল মোর কথা; এই প্রতিজ্ঞা আমার
করিব বৈদেহী কিম্বা দেহ পরিহার।
বাঞ্ছিয়াছে সীতা ভাই কানন দেখিতে
হয়েছে সময় ভাল তাহারে ত্যজিতে।
লক্ষ্মণ আগামী কল্য প্রভাতসময়
জানকীরে রথে লয়ে যাইবে নিশ্চয়
সেই ব্যপদেশে। রাম এতেক বলিয়া
বিদায়িলা ভ্রাতৃদলে অসয় হইয়া।

ইতি শ্রীসীতানির্ব্বাসনেকাব্যে
মন্ত্রণাস্থিরীকরণোনাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

পোহাইল বিভাবরী; উদিল ভাস্কর;
কূজনিল পাখি-পুঞ্জ নিকুঞ্জ ভিতর;
বিকাসিল ফুলকুল; বহিল সমীর;
পাইল সৌরভ অলি হইল অধীর!
আসিল, উদ্যান মাঝে প্রবেশিল সবে,
বসিল প্রসূন-দলে 'গুন্ গুন্ রবে।
রেম্ভাইল ধেনুগণ বৎস অদর্শনে;
ধাবিল কৃষককুল প্রান্তর-প্রাঙ্গণে;
কাঁদিল দুগ্ধপ-শিশু প্রসূর কারণ;
করিল বিষয়ী মন বিষয়ে অর্পণ।
বিমোহিল বৈতালিক প্রভাতীয় গাতে
নৃপ-নিকেতন। রাম সুষুপ্তি হইতে
উঠিয়া সভায়, মরি, বিষাদিত মনে,
বসিলা আসিয়া সহ সচিব স্বগণে।
আহ্বানিয়া সারথিরে উর্ম্মিলা-দয়িত
কহিলা, "সারথে, রথ কর সুসজ্জিত
শীঘ্র, ব্যগ্র মা জানকী বন বিলোকিতে,
যাইব তাঁহারে লয়ে রাজানুমতিতে।"

এতেক বলিয়া ধীর মৈথিলী সদনে
গেলা দিতে এ সংবাদ শোকাকুল মনে।
হায় রে, উৎসের বারি যবে বাহিরায়,
যথা, নিবারিতে নারে কিছুতেই তায়!
তেমনি নয়ন বারি বারিতে লক্ষ্মণ
না পারিয়া, আত্ম ভৎর্সি কহিলা তখন,
"রে মনঃ কেমন তুই এখনি এমন
হইলি অধীর ?" আহা বলি এবচন
উত্তরিতে নয়নাম্বু লাগিলা মুঁচিতে
বারবার, অবরোধে যাইতে যাইতে।
যেয়ে সীতাপাশে নমি চরণকমলে
পুনঃ পুঁচি সেই ছলে নয়নের জলে
দাঁড়াইলা করপুটে হেটাস্য হইয়া
সুবিনীত-ভাবে, ভাবি ঘটনা ভাবিয়া।
সম্ভাষি ঈষদহাসি রাঘবপ্রেয়সী
সুধিলা লক্ষ্মণে, তবে স্নেহরসে রসি
"কেন বৎস ম্লানমুখ করি বিলোকন ?
বিগত রজনী কালে উর্ম্মিলারঞ্জন!
বিরোধ কি হইয়াছে উর্ম্মিলা-সহিত ?
মন্দ কি কহেছে দ্বন্দ্বে হয়ে অবিনীত
সে তোমায় ? দিয়াছে কি ব্যথা রোষভরে
আঃ মরি, কমলনিভ কোমল অন্তরে ?"

কহিলা সৌমিত্রি সুধী মৈথিলিবচনে
স্নেহি, যাহা কহ, মাতঃ, নহে সে কারণে
মলিন বদন মম, হেরি ও চরণ
তোমার, আনন্দনীরে ভাসিল নয়ন।
বাঞ্ছিয়াছ না কি, আর্য্যে, বন বিলোকিতে
আর্য্য-পাশে? প্রেরিলেন একথা বলিতে
তোমায়, প্রস্তুত প্রায় হইয়াছে রথ
চল পূর্ণিবারে, দেবি স্বীয় মনোরথ।"
কহিলা রাঘববাঞ্ছা সুমধুরভাষে,
"লক্ষ্মণ, যাইব বনে এই অভিলাষে
যামিনীতে নিদ্রা যেতে পারি নাই, যথা
বালা-কুল-বধূ পিতৃ-গৃহ-গতি কথা
শুনিয়া নিদ্রিতে নারে। হেদে দরশন
কব, লইয়াছি কত বস্ত্র আভরণ,
যত্নে মুনিপত্নীগণে করিয়া অর্পণ,
লভিব আশীষ বৎস মনের মতন।"
এতেক বলিয়া সতী স্বস্বদল পাশে
বিদায় মাগিতে গেলা অতীব উল্লাসে।
মাণ্ডবী, ঊর্ম্মিলা আর শ্রুতকীর্ত্তি সতী
বিষাদিতা সবে, শুনি মৈথিলী ভারতী
মধুময়, হয়ে, যেন বিষ রাশি মত
পশিল সবার কানে! করিলা যে কত

বিলাপ সকলে, ধরি সীতা পাণিদ্বয়
রে লেখনি, লিখিতে কি শক্তি তব হয়?
কহিলা ভগিনীগণ সুশীলা সীতারে
তিলেক বিচ্ছেদ তব নারি সহিবারে
আমরা দিদি লো আঁহা, আঁধারি আলয়
যাবে কোথা দিয়া ব্যথা হয়ে নিরদয়?
হয়েছে কি হিংসা তব সুধাংশুবদনি?
তব সুখে সুখী মোরা যতেক রমণী।
হরিতে সে সুখরত্ন, মারিতে সকলে
(নিক্ষেপিয়া দিদি তব বিরহ অনলে)
বাঞ্ছিলা কি? নানারূপে শান্তিয়া সবায়
আসিলা বৈদেহী সতী লক্ষ্মণ যথায়।
এ হেন সময় আসি প্রতীহারী বলে
হয়েছে প্রস্তুত রথ। মহাকুতূহলে
সদেবরা সীতা দেবী আশু আরোহিলা।
সুপটু সারথি রথ চালাইয়া দিলা।
হায়; রাজপুরী যবে লক্ষ্মী চ্যুত হয়,
ঘটে অমঙ্গল যত, মরি, সমুদয়
ঘটিল তেমতি রাজনিলয়ে যখন
জানকী কাননবাসে করিলা গমন!
খসিল প্রাচীর কচা; ভাঙিল বিতান
স্বর্ণময়, কোলাহল হইল মহান;

রবিল কুরবে শিবা; বৃষ্টিল রুধির,
দহিল বা কোন স্থান; হইল অস্থির
ধরণী, হায় রে, থরথরিল; সম্পাত
হইল উলকা; মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাত;
আঁধারিল পুরী, হায়, ঘোর অন্ধকারে;
রোদিল আবাল বৃদ্ধ যোষা একেবারে!
মুহূর্ত্তেকে রামরথ অযোধ্যা ছাড়িয়া
গেলা চলি বহুদূর; জানকী দেখিয়া
সুরম্য প্রদেশ কত, সুখের সলিলে
ভাসিলা? ভাষিলা সতী লক্ষ্মণ সুশীলে
"বৎস, আজি আর্য্যপুত্র প্রসাদের ফলে
লভিলাম সুখ এত!" হায়, সেই ছলে
ছলিলা যে তাঁরে রাম নারিলা বুঝিতে,
লক্ষ্মণ মানসে কত লাগিলা ভাবিতে।
আচম্বিতে ম্লানমুখী হইলা মৈথিলী,
প্রদোষে নলিনী যথা, তার সহ মিলি
মলিন হইল দেব লক্ষ্মণ-বদন,
মরি রে, প্রভাতে যথা কুমুদ-রঞ্জন।
কহিলা জানকী খেদি সম্বোধি লক্ষ্মণে
বাছা মোর প্রাণ যেন কাঁদি কি কারণে
উঠিছে, দক্ষিণ অক্ষি কম্পিতেছে ঘন,
বল বৎস যদি কিছু জানহ কারণ। (৩)

নাজানি বা জীবিতেশ আছেন কেমন
জিজ্ঞাসিতে তাঁর কথা ঊর্ম্মিলারমণ,
ভুলিয়াছি তোমা আনি আগমন কালে,
না জানি কি ঘটে আজি এ পোড়া কপালে
একি, বাছা, কেনে মনে কহে বারবার
স্বামিমুখ দেখিতে না পাব যেন আর
এ জন্মে, রে বিধি বাদ সাধিতে আবার
মানসিলে নাকি সুখ দেখিয়া আমার ?
ধরি তব কর, বৎস, না যাব কাননে
ফিরাইয়া দেহ রথ অযোধ্যা-ভবনে
প্রবেশিব, নিরখিব নরেন্দ্র চরণ,
মোর কিরে রথবেগ কর সম্বরণ।
হায়, বৎস, যবে মোরে লঙ্কা-অধিপতি
হরিলা ধরিয়া ছলে সন্ন্যাসী-মূরতি
আকুল হইল মন, আজি যেই মত
হইল আকুল। বাছা আছে যেন কত
দুঃখ এ ললাটে মম। ও সারথিবর,
না চালাও রথ আর অটবীভিতর
হেদে দেখ, বৎস, অই সারথি দুর্জ্জন
না শুনে আমার কথা, হায়, কি কারণ
তব পাশে অবহেলে মোরে দুষ্টমতি !”
অধৈর্য্য হইলা সতী বলি এ ভারতী।

কতক্ষণে স্বীয় স্বান্তে শান্তিয়া লক্ষ্মণ
কহিলা সুমৃদুরবে, “মাতঃ, কি কারণ
অধীরা হইলে এত? কি ভয় তোমার
ক্ষান্ত হও চিন্তা-হেতু নাহি কিছু আর।
বুঝি আর্য্যে, আর্য্য ত্যজি বন দরশনে
আসিয়াছ তেকারণে এত চিন্তা মনে।
রঘুকুলদেব, দেবি, মঙ্গলবিধান
করিবেন রঘুকুলে, সুস্থ কর প্রাণ।
এইমত কত কহি সুমতি লক্ষ্মণ
জানকী মানসচিন্তা দূরিলা, যেমন
দূরে বায়ুবর নভঃস্থিত ঘনাবলী।
চলিলা সকলে পুনঃ হয়ে কুতূহলী।
কালক্রমে দর্পি-জন দর্প খর্ব্ব হয়
বিকাশিতে ইহা যেন ভানু প্রভাময়
স্বপ্রখরকরজাল করিতে গোপন,
গেলা অস্তাচলে ধরি লোহিতলপন।
বাস-মহীরুহ পানে শকুন্তনিকর
ধাইল আনন্দে করি কল কল স্বর
চিত্তহর। সমীরণ বহিল সুস্বনে।
দ্রুত প্রত্যাগত যত কৃষক ভবনে।
নিনাদিল ফেরুকুল, আহ্লাদে ভাসিল;
আকাশে কুমুদবন্ধু ইন্দু দেখাদিল।

হাসিল কুমুদ-লতা ; মুদিল নলিনী ;
বিষাদিতা সূর্য্যমুখী সূর্য্য-প্রেমাধিনী।
উত্তরিল রাম-যান এ হেন সময়
গোমতী তটিনী তটে স্থান সুখময়।
উদ্বেগে জানকী সহ সুহৃদ লক্ষ্মণ
সুখদা ক্ষণদা তথা করিলা যাপন।
পোহাইলে তমী সীতা দেবর সহিত
ভাগীরথী নদী তীরে ধীরে উপনীত
হইলা ত্বরিত, হায়, তরিতে তটিনী
তরীতে উঠিলা সতী হয়ে আহ্লাদিনী।
ধনীরে ধুনীর পারে করিতে বর্জ্জন
হবে রামাদেশে, এই ভাবিয়া লক্ষ্মণ
নারিলা বারিতে বারি আপন অক্ষির।
কহিলা বৈদেহী তারে দেখিয়া অস্থির।
"কেন বাছা, দেখি তব আঁখি অশ্রুময় ?
কি হয়েছে ? বল শীঘ্র ধরি করদ্বয়,
কি জন্য বিষণ্ণ তুমি প্রসন্ন হইয়া
কহ মোরে অন্তরের কথা প্রকাশিয়া ?
বল, বৎস, আশু বল এমন চঞ্চল
হইলে কি হেতু ? বুঝি মম অমঙ্গল
ঘটিয়াছে। বুঝিলাম হায়, সে কারণ
নিশাক বাসরে মোর অধীরিল মন।

হে সৌমিত্রে, যদি মোর জীবন ঈশ্বর
থাকেন কুশলে, নাহি ভাবি ভয়ান্তর।
অন্তর কাতর অতি হয়েছে লক্ষ্মণ,
বল প্রাণনাথ মোর আছেন কেমন ?”
পুঁছিয়া নয়ন বারি কহিলা লক্ষ্মণ,
“না ভাব জননি মোরে হেরিয়া এমন।
নহি বিষাদিত আমি, জাহ্নবী দর্শন
করি বহুকাল পরে, পুলকেতে মন
ভাসিল, বহিল বারি চক্ষে সে কারণে।
শান্তিলা সুকেশী শান্ত লক্ষ্মণ বচনে।

প্রবেশি বাল্মীকিবনে সসীত-লক্ষ্মণ
কাননের শোভা কিবা করিলা লোকন!
মালক, পাটলী, ভুর্জ্জ, ইন্দুদী, পিয়াল,
উডম্বর, জম্বু, নিম্ব, পীলু, পান, শাল,
তমাল হিন্তাল শোভে; তাহে পক্ষিগণে
সদা কলরবে; বায়ু বহে মন স্বনে,
দোলাইয়া শাখাদল; দেখি বোধ হয়,
আশ্রয়ের পুণ্য বলে যেন তরুচয়
সঞ্চালিয়া কর করে বিভুর কীর্ত্তন
নানারাগে মহানন্দে, হায়রে, যেমন
মত্তে রঙ্গে ভক্তি সঙ্গে বৈষ্ণব সকল,
হরি সংকীর্ত্তন করে আহ্লাদে বিহ্বল!

অদূরে শোভিছে মুনি বাল্মীকি-নিলয়
পুণ্যভূমি তপঃস্থান, ব্যস্ত অতিশয়
হইয়া তথায় সতী যান কুতূহলে
ভাবিলা লক্ষ্মণ ভাসি নয়নের জলে :—
" অয়ি মাতঃ, আমি মন্দমতি ও চরণে
নিবেদিব কিছু, দেবি, শুনহ এক্ষণে।"
চমকিলা সীতা তবে লক্ষ্মণ বচনে !
সুধিলা, " কি বল বৎস, কেন বা নয়নে
বাহিরিছে বারি, কেন বারিবারে নার,
কি হেতু অধীর তুমি কহ একবার।
লক্ষ্মণ, কি অলক্ষণ হেরি বার বার,
চল ফিরি যাই পুরী না থাকিব আর
ছার বন নেহারিতে, এ প্রতিজ্ঞা মম
এ জনমে, চল যাই যথা প্রিয়তম
জীবিতেশ, বড় ক্লেশ লভিলাম আসি
চল ফিরি যাই যথা হৃদয়-বিলাসী।"
কহিলা সৌমিত্রি, " হায় এ পাপ আননে,
আনিব কি মাতঃ, সেই দারুণ বচনে
কাটে এ পরাণ আহা নিদয় হইয়া
আদেশিলা যাহা আর্য্য কেমন করিয়া
কহিব তোমার কাছে, হায় মা কেমনে,
কি পাপে সে তাপে তোমা তাপিব এক্ষণে।"

কহিলা মৈথিলী বাছা কি কঠিন কথা!
কি কহিবে কহ শীঘ্র, আর প্রাণে ব্যথা
দিওনা বিলম্ব করি, হায় কি আমার
ভাঙিছে কপাল, বৎস, কহ একবার!
বল মোরে আর ধৈর্য্য ধরিবারে নারি
বাহিরায় প্রাণ, মরি বধিবে কি নারী
বিলম্বি? নিশ্চয়, বাছা, বিলম্বিলে আর
নিশ্চয়, ছাড়িয়া কায়া পরাণ আমার
বাহিরিবে! কি বারতা বল বল বল?
বলি রাজবালা অতি হইলা, চঞ্চল।
কাঁদি রামানুজ পরে কহিলা সীতায়
" কি কহিব, হায়, মাতঃ কহা নাহি যায়
চেষ্টি কহিবারে, কিন্তু বদনে না আসে
কি করিব, আহা আর্য্য কেন এই দাসে,
অজ্ঞেরে আজ্ঞিলা হেন আচরিতে পাপ!
কেমনে দেবীরে আনি দিব সেই তাপ!
অয়ি মাতঃ, কি কহিব রাম নিরদয়
নির্ম্মল চরিতে তব করিয়া সংশয়,
নির্ব্বাসিলা তোমা, দেবী আদেশিলা দাসে
রাখিতে এ বনে তোমা, থাকো বনবাসে!
দেহ মা বিদায় মুছে যাই নিকেতন,
অগ্রজ আদেশ আর্য্যে, হইল পালন!

রে রসনে, পাপময়ি, কালভুজঙ্গিনি,
কেমনে এ বাক্য-বিষ বরষি কামিনী
বধিতে বাঞ্ছিলি তুই! এই কি কারণ
এ মুখ-বিবরে তোয় করেছি পোষণ
এতদিন, হায়! নানা মিষ্ট-রস দানে!
সেবাতেও দুষ্টজন শিষ্টতা না জানে!
রে প্রাণ, এ পাপতনু আশু পরিহর!
রে দেহ, বিচূর্ণ চূর্ণ হও অতঃপর!”
এতেক কহিয়া ভূমে পড়িলা লক্ষ্মণ
শাখাভ্রষ্ট পুষ্প যথা! জানকী তখন
ধরি কর চেতনিয়া উঠাইলা পরে,
কাঁদিলা উভয়ে কত মত উচ্চৈঃস্বরে।
কহিলা বৈদেহী “বাছা, দূষিব কাহায়!
আমার অদৃষ্ট দোষ, নহিলে কে, হায়,
মোর মত রাজকন্যা—রাজাঙ্গনা হয়ে
ধরিয়াছে প্রাণ পড়ি চিরদুঃখ-রয়ে!
বুঝিলাম নারী জন্ম, হায় রে, আমার
ভঞ্জিবারে দুঃখপুঞ্জ অবনীমাঝার!
রে কুটিল বিধি তব মনে এত ছিল!
কিম্বা তব দোষ বৃথা, এ পাপিনী দিল,
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল সহি হেন তাপ
কতবা করেছি আমি জন্মান্তরে পাপ!

আহা বুঝি পতিপ্রাণা কোন রমণীরে
ডুবায়েছি পতিভ্রষ্টা করি দুঃখনীরে !
নতুবা কি আর্য্যপুত্র বৃথাই আমারে
ভাসাইলা এই রূপ দুঃখ-পারাবারে !
বল বৎস, এ যাতনা সহিব কেমনে ?
প্রাণ যায়, হায়, যবে মুনিকন্যাগণে
সুধাইবেন কেন মোরে ত্যজিলেন পতি,
কি কহিব ! কি প্রকারে কহিব ভারতী
হেন রূপ ! বিশ্বাস কি করিবেন তাঁরা,
প্রাণেশে দয়ালু বলি জানেন যাঁহারা !
অথবা লক্ষ্মণ আমি ভাবি তাই মনে
রোষ-রস-পরবশা ঋষি-যোষাগণে,
কি জানি দুঃখিনী দশা, করি দরশন
শাপ দেন নাথে, তবে কেমনে জীবন
ধরিব, করিব কি গো সদুপায় বল।
পারে কি সহিতে সতী পতি অমঙ্গল ?
এ পোড়া জঠরে যদি সন্তান আমার
না থাকিত, প্রবেশি এ জাহ্নবী মাঝার,
এখনি ত্যজিয়া দেহ অন্তরের তাপ
শান্তিতাম, হায় যদি না হইত পাপ !"
সীতার বিলাপ শুনি সুচিত্ত লক্ষ্মণ
বসনে আবরি মুখ করেই রোদন

করিলা ! কহিলা সীতা সম্বোধি তাঁহারে
" হইলে অশান্ত বৎস কেন একেবারে।
শান্ত হও শুন বাছা আমার বচন,
শীঘ্র রাজপাশে তুমি করহ গমন।
অবশ্য প্রাণেশ মম ত্যজিয়া আমায়
অসুস্থ আছেন, আশু শান্তিতে তাঁহায়,
যাহ, বাছা, ধরি কর, করি যে ভাবনা
দুঃখিনীর তরে নাথ পান বা যাতনা ! "
শুনিয়া এতেক কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া
সতীর চরণযুগে প্রণতি করিয়া
চলিলা লক্ষ্মণ, বাষ্প-আবৃত লোচনে !
না দেখেন পথ রত শোকের-সেবনে !
কতক্ষণে অলক্ষ্য হইলা মহামতি
সৌমিত্রি। বিপিনমাঝে শোকাকুলা সতী
রোদিলেন উচ্চরবে হায় রে, যেমন
করে যুথ চ্যুতা ভীতা কুররী ক্রন্দন !
কিম্বা দময়ন্তি, অয়ি নল- বিলাসিনি,
কাঁদিলা যেমতি তুমি হয়ে একাকিনী
কান্তারে স্বকান্তশোকে, ঘোর নিশাকালে,
ফেলি যবে গেলা তোমা নৈষধ ভূপালে !
জানকীর সুমধুর রোদনের ধ্বনি
কিন্তু বিষমাখা, আশু আশুগ অমনি

বিস্তারিলা চারিদিকে, বিপিনবাসিনী
প্রতিধ্বনি বিলাপিলা সে দুঃখে দুঃখিনী!
শুনিয়া রোদন-রব বাল্মীকি তখন
ধাইলা সে শব্দ লক্ষি, যথা স্তব্ধ বন-
মধ্যে ধায়ে ছিলা শুনি কণ্ব মুনিবর
বিহগলালিতা বালা শকুন্তলা-স্বর!
যবে সুরমনোহরা পাষাণহৃদয়া
মেনকা, ত্যজিলা তারে হয়ে নিরদয়া!
দেখিলা সম্মুখে সতী উন্মীলিনয়ন,
শান্তমূর্ত্তি, দেবাকৃতি, বিচিত্র-দর্শন
ঋষিবরে! হায় মরি, বিস্ময় তখন
শোক স্থানে আধিপত্য করিল স্থাপন
সুমুখীর, ভাবি বুঝি বন-দেব মন
দুঃখ দেখি দেখা দিলা এবনে অগম
দয়া করি, আশু ঋষি চরণ ধরিয়া
নিবেদিলা কত সতী বিনয় করিয়া:
"হে দেব, হে পিতঃ, অয়ে বনজীবপতে,
মম পরিহার-দোষে দোষী কোন মতে
নহে মোর পতি, প্রভো, এমম মিনতি,
হও গো সদয় আজি জীবনেশ প্রতি!
দয়াময়, যদি শাপ প্রদানো প্রাণেশে,
মরিবে এ দাসী আজি এ বিজনদেশে!

অবলা হা ধিক্ তাহে সসত্ত্বা এদাসী,
লইবে কি প্রাণ মোর ধর্ম্মেরে বিনাশি ?
হে তাত, তবে যে নাথ ত্যজিলা আমায়
কি কারণে, কি প্রকারে বুঝি আমি, হায়,
অল্প বোধে, কল্পনায় কে বুঝিতে পারে,
বিধির মানস যাহা অবোধ্য সংসারে !
কহিলা মহর্ষি তবে সুগম্ভীর স্বরে
" বাছে, রঘুকুললক্ষ্মি, বিয়োগকাতরে,
তব পিতৃ-মিত্র আমি বাল্মীকি তাপস
এই বনবাসী, জানি সবার মানস।
বিদরে হৃদয়, আহা, উদার রাঘব
ত্যজিলা কি হেতু তোমা, ধ্যানবলে সব
জানিয়াছি, আসিয়াছি লইতে তোমারে।
চল বৎসে, (যেমতি দুহিতা পিত্রাগারে)
মমাশ্রমে, তথা যত মুনিবধূগণে,
প্রাণসমাজ্ঞানে তোমা রাখিবে যতনে।
শান্তরসাশ্রিত মম আশ্রমমাঝারে
শোক, তাপ, পাপ কিছু রহিতে না পারে।
কাম, যার কাম, আহা, বিশ্ব জুগুপ্সিত,
পর ধর্ম্ম-ধন-হারী ; ক্রোধ, আলোহিত
লোচন যাহার, সদা করুণার অরি ;
লোভ, দুরাকাঙ্ক্ষা, যার আশা ভয়ঙ্করী ;

মোহ, সে মায়ার ফাঁস ; মদ উচ্চশির ,
মাৎসর্য্য, অন্যের সুখে কাতর অস্থির ,
প্রবেশিতে নারে এরা আশ্রমে আমার,
রবি-রশ্মিপূর্ণস্থানে যথা অন্ধকার।
অতি অল্পকালে, বালে না ঘটিবে তব
বিরহ দুরূহ দুঃখ, অন্তবিরে সব
সুখের বাসনা, হেরি আপন নয়নে,
তরুবাসা, বীতবেশা মুনিযোষাগণে।
চিন্তা কি সুমুখি তব, কিছু দিন পর
গ্রহিবেন তোমা পুনঃ কোশল ঈশ্বর।
নিশ্চয় সুচিন্তরাম চলচিত্ত হয়ে
নির্ব্বাসিল তোমা প্রজাবিরাগের ভয়ে,
নিরাকৃত হবে যবে সংশয় তাঁহার
তব চরিত্রের, তিনি তোমার উদ্ধার
করিবেন, কিম্বা আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ
তব পরিগ্রহ ভিক্ষা যাচিব যখন
তাঁর পাশে, অবশ্যই মম অনুরোধে,
লইবেন তোমা রাম, শুদ্ধচিত্তা বোধে।
নিদয় নিদাঘতাপে তাপিলে ধরণী
তিতি ঘনবর-নীরে শান্ত রে যেমনি .
তেমনি শুনিয়া মুনি বাল্মিকি বচন
শান্তিলা সুধাংশুমুখী ক্ষণেক কারণ।

দ্বিতীয়সর্গ।

"হে পিতঃ" কাঁদিয়া ধনী কহিলা ঋষিরে
"মরুভূমে সরোবর রূপে এদাসীরে
দিলা দেখা, হায়, প্রাণ ধরিব কেমনে
বল জীবপতে, আমি পতির বিহনে!"
এতেক বলিতে, মরি, শোক সমীরণ
বৈদেহী হৃদয়-জ্ঞান-প্রদীপ-রতন
নিবাইলা প্রবলিয়া, মূর্চ্ছা ততক্ষণ
সম্পাদিল জানকীর মেদিনী পতন!
চেতনি রাঘব রামা কিছু কাল পরে,
পশিলা মহর্ষি সহ আশ্রমভিতরে।
সে বিধুবদন হেরি মুনিবধূগণ
আহ্লাদসলিলে সবে হইলা মগন।

ইতি শ্রীসীতানির্ব্বাসনেকাব্যে
নির্ব্বাসনো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

তাজি জানকীরে বনে, তৃতীয় বাসরে
প্রবেশিলা দীনবেশে অযোধ্যাভিতরে
লক্ষ্মণ, যেমতি বঙ্গে ভক্ত শাক্তগণে
বিসর্জ্জি প্রতিমা পশে আপন ভবনে
বিজয়া দশমী দিনে, আকুলিত মনে,
তাপিত হইয়া মহা শোকের দহনে !
হায় রে, নলিনীবিনা সরসী যেমনি,
অথবা কৌমুদী-হীনা তমিস্রা রজনী
নাহি শোভে, তথা এবে সীতার বিহনে
মলিন অযোধ্যা পুরী, যথা আভরণে
বিহীনা রমণী দীনা, দেখিয়া লক্ষ্মণ
সুধিলা সখেদে সুধী করি সম্বোধনঃ—
" অয়ি পুরি, কেন তুমি মলিন এরূপ ?
কোথায় তোমার সেই রমণীয় রূপ ?
কোথা সে লাবণ্য তব নেত্র বিনোদন ?
কেন কেন তাহা এবে না হয় দর্শন ?
বুঝেছি, অযোধ্যা, যথা বিনা দীপমালা
ঘোর তমসেতে ঘেরে মনোহর শালা,

তথা হতরূপা তুমি মৈথিলী বিহনে,
অথবা শোকিনী কি হে তাহার কারণে ?"
এত বলি রামগেহে যাইয়া লক্ষ্মণ
কহিলা, "হে আর্য্য, এই অনার্য্য কুজন,
সুজন গর্হিত তব আদেশ পালিয়া,
আসিলেক আর্য্যানীরে বনবাসে দিয়া !
বারি-ধারি-আঁখি তার হেরি সীতাপতি
কাঁদিয়া কহিলা, মরি শোকাকুল অতি,
" হে ভাই, আমার সেই জানকী রতন
যতনের ধন, যারে প্রাণের মতন
ভাবিতাম, কোথা তাহে পরিহরি, হায়,
কুবার্ত্তা অসীতে এলে হানিতে আমায় !
হা সীতে, হা প্রিয়তমে, জীবন-ঈশ্বরি,
দুঃখদ-বিরহে তব কেমনে রে ধরি
এ প্রাণ, প্রেয়সি, কোথা, দেহ দরশন
শান্ত কর স্বান্ত মম, বলিয়া বচন !"
আহা, ভ্রান্তি-মদে মত্ত রাঘব তখন
সম্মুখে সীতায় যেন করিলা লোকন !
ভাষিলা উল্লাসে—" প্রিয়ে, তব দরশনে
পাইল জীবন দাস, হায় রে, কেমনে,
হা ধিক্ আমায় !—আমি তোমা হেন ধনে
ত্যজিয়া ছিলাম আহা, ভীষণ গহনে !

কুকাজ করেছি প্রিয়ে, ক্ষম সেই দোষ
হরি চিত্ততাপ, মোরে দেহ পরিতোষ।
ত্যজি রোষ বসি বামে হসিতবদনে
কহ কথা সুধাদান, আমার শ্রবণে,
অতি অমরতা, প্রিয়ে!" বলি এ বচন,
উঠিলা দেবীরে যেন দিতে আলিঙ্গন।
রামের এ অলৌকিক ভাব বিলোকন
করি, ধরি বসাইলা সুহৃদ লক্ষ্মণ।
নিরদয়া ভ্রান্তি মরি ক্ষণেক অন্তরে
অন্তরিল! রামচন্দ্র সশোক-অন্তরে
শূন্যপ্রায় চারিদিক্ করি নিরীক্ষণ,
পতিত হইলা ভূমে হারায়ে চেতন।
চেতনিয়া লক্ষ্মণের যত্নে কিছু পরে
কহিলা বৈদেহী-নাথ গদগদ স্বরে;
"দেহ উপদেশ, বৎস, কি করি এখন
জানকী-বিরহবিষে তারিব জীবন।"
এরূপ শ্রবণ করি সৌমিত্রি স্বান্তরে
চিন্তিলেন, যেইমত সন্তাপ-সাগরে
নিমগ্ন রাঘব, বুঝি আর এ জনমে
নারিবেন উত্তরিতে, কি করি এক্ষণে।
দিব উপদেশ তবু, মৃদু মৃদু স্বরে
নিবেদিলা রাজপাশে কৃতাঞ্জলি করে।

ধর ধৈর্য্য, আর্য্য, শোক কর পরিহার!
বৃথা রোদনেতে ফল কি হইবে আর!
বিধির চাতুরী-জাত-বিড়ম্বন-পাশে
বিজড়িত মোরা, মরি, এ অযোধ্যা বাসে
বীতভার্য্য হয়ে, আর্য্য, বাসিবে আপনি,
কার মনে ছিল, হবে দিবসে রজনী!
কি বলিয়া প্রবোধিব জান তুমি সব,
বিলাপে না হয় কভু শোকের লাঘব!
রোদন-পবন তবে কেন প্রবাহিয়া;
শোক-হুতাশনে তুল প্রদীপ্ত করিয়া?
দূরি চিত্ত-ক্ষোভ, প্রভো, রাজকর্ম্মে মন
নিবিষ্ট করহ, যথা করে শিষ্ট জন!"
বহু উপদেশে শেষে জানকীরঞ্জন
কহিলেন করিলাম শোক সম্বরণ।
আজি হতে রাজকার্য্যে মানস নিবেশ
করিব, অমাত্যবর্গে বল সবিশেষ,
কল্য যেন যথাকালে মিলি সর্ব্বজন
সভাদেশে বসি করে কর্ত্তব্যসাধন।"
এতেক বলিয়া রাম অনুজে বিদায়
দিলেন। সুধীর ভাবে বসিয়া সভায়
নিত্য সম্পাদেন কার্য্য গাম্ভীর্য্য ধরিয়া।
কেবল নির্জ্জনে শোক সীতার লাগিয়া।

বিরহে বিষণ্ণ রাম আমরি যেমতি
প্রত্যাখ্যানি অকাতরে শকুন্তলাপতি
পেয়ে অঙ্গুরীয়, আহা, তিরোহিলে ভ্রম
বিরহে লভিয়াছিলা বিষাদ-বিষম!
বিকট বৈদেহী-শোক-কীট দুরাশয়
কাটিতে লাগিল সদা ভূপতি-হৃদয়
কুসুমসুকুমারঅঙ্গী অর্দ্ধাঙ্গী বিহনে
বিশীর্ণ, যাপেন কাল ব্যাকুলিতমনে।

হে মাতঃ, ভারতি, এবে আদেশো এ দাসে
বৈদেহী বৃত্তান্ত কহি সুজনসকাশে
বিবরিয়া। রাম-রামা, হায়,মা, কেমনে
যাপিলা জীবন, মুনি বাল্মীকি-গহনে।
করিলা করুণা দাসে তাই, বীণাপাণি,
মূকের বদনে এত বাহিরিল বাণী।
কি শক্তি ধরি, মা, তব করুণা বিহনে
রচিতে সে বাক্যাবলী, যাহার শ্রবণে
সুহৃদজনের তোষ, হেকম্পনে, কম্প,
সে সীতা-চরিত যাহে করুণ অমল্প!

ভ্রমেন বাল্মীকি-বনে জনকনন্দিনী
সীতা, শোকাকুলা ধনী, পতিবিরহিনী!
যথা ব্রজ-মঞ্জু-কুঞ্জে কুঞ্জবিহারিণী
রাধা, রাধানাথ বিনা শোকে উন্মাদিনী!

যবে রে কুবুজে, তব প্রেম বাগুরায়
বদ্ধ ছিলা শ্যামচাঁদ ভুলি রাধিকায়
প্রেমের প্রতিমা, মরি, মথুরাভবনে,
কংসধনে ধনী যবে ত্যজি বৃন্দাবনে!
দীর্ঘশাখতরুবর সমীপে যাইয়া
কহিতে লাগিলা সতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া
"ওহে ভূমিরুহবর, তুমি দয়াবান্
অতীব, আশ্রিত জনে পণি স্বীয় প্রাণ
রক্ষা কর; ঝড়, বৃষ্টি, শীত, তাপ যত
ভুঞ্জিতে না হয় তার সুখী সে সতত
যে তব আশ্রয়ে রহে;—দুষ্ট অহঙ্কার
করিতে না পারে তব দেহ অধিকার;
হিংসা, পরসুখনাশা বাসিতে না পারে
তব দেহে, শত্রু মিত্র স্নেহ সবাকারে।
এত বলি বসি সীতা যুগলপাণিতে
ধরি তরুমূল পুনঃ লাগিলা কহিতেঃ—
"আশ্রিতা আজি হে তব এ হতভাগিনী
মৈথিলী, জনকবালা, স্বামিবিরহিনী,
বল শাখি, আর নাকি মোরে দয়া করি,
অবসীতা হবে সীতা-দুঃখ-বিভাবরী?
আর কি জীবনকান্ত গ্রহিবেন মোরে
অনুগ্রহি, হায় যাঁরে সদা প্রেম ডোরে

রাখিতাম বাঁধি, সেই কঠিন-বন্ধন
নিদারুণ বিধি, আহা করেছে ছেদন!
কেন হে পাদপ, বল কিসের কারণ
না দেহ উত্তর শুনি দুর্ভগা বচন
শোকভরা, পতিচ্যুতা বনিতা বলিয়া
না বলিলে কথা বুঝি আমারে ঘৃণিয়া?"
এতেক বলিয়া সেই বৃক্ষ-আলিঙ্গিতা
মাধবী লতায় লক্ষি কহিলেন সীতাঃ—
"অয়িলতে, বন-বালে, তরুবিলাসিনী,
জানকী আমার নাম ভ্রমি পাগলিনী
এঘোর গহন মাঝে, প্রিয়তম পতি
বিয়োগ-বিধুরা দাসী, শুন ভাগ্যবতি!
যেমতি ব্রততি, তুমি পতি প্রতি প্রীতি
প্রকাশো, শিখাতে যেন প্রেমের সুরীতি
কুল-বালা-কুলে, হায় আমিও তেমতি
করিতাম প্রেম মম প্রাণেশের প্রতি।
লজ্জা কি লতিকে, মোর তোমার সকাশে
বলিতে মনের কথা?—সদা এই ত্রাসে
হৈম-হার পরি নাহি হৃদয়-উপর
পৃথকিবে মম সনে কান্ত কলেবর
চাকতর! হায়, বুঝি সে হারের শাপে
জ্বলি এবে দিবা-নিশি বিচ্ছেদ-সন্তাপে,

নদ, নদী, উপবন, কানন, প্রান্তর
ব্যবধান হেথা আমি, কোথা প্রাণেশ্বর !
জান ওগি কত জ্বালা বিরহ বেদনে,
আকর্ষে আসিয়া যবে তোমা কোন জনে,
বিটপী হইতে তবু না যাও ছাড়িয়া,
ছিণ্ণে যদি কাণ্ড তব পাষাণ্ড হইয়া।
যায় এ জীবন সখি, বিনা জীবনেশ !
কেমনে বাঁচাই প্রাণ বল সবিশেষ।
দেহ যুক্তি লভি মুক্তি বিয়োগ-বিপদে
না কর ছলনা; সখি, ধরি তব পদে। ”
  হেন কালে কুহরিল পাখি শাখাসীন
কোকিল ! বিকল ধনী হইয়ে সুদীন
লোচন যুগলে, করি ঊর্দ্ধে বিলোকন,
কহিতে লাগিল কাঁদি তাহারে তখন।
“ হে কোকিল, বসন্তের প্রিয়সহচর
বিপিনবিলাসি, তুমি বিষময় স্বর
না বর্ষ এখানে। যথা আছেন ভূপতি
দাশরথি রাম, তথা যাহ শীঘ্র গতি।
তিনি মম পতি সেই অযোধ্যা ভিতরে
রসিয়া বসিয়া সুখে রমাহর্ম্যোপরে
ডাক যেয়ে দিবানিশি ! তুমি হে যেমন
এ নিভৃত স্থানে তব অযোগ্যাসন !

দূতপদে আজি দাসী বরিল তোমায়,
দুঃখ বার্ত্তা সহ যাত্রা কর অযোধ্যায়
দয়া করি, চিরসুখী তুমি নাকি পাখি,
সহ কিছু দুঃখ আজি দাসী বাক্য রাখি!
যাহ দ্রুত যদি, দূত, সুধান ভূপতি,
বিবরি বলিবে যত দাসীর দুর্গতি!
কিম্বা জিজ্ঞাসাতে তাঁর নাহি প্রয়োজন,
দূত তুমি নিজে যত মম বিবরণ
কহিবে প্রাণেশ পাশে, লজ্জা কি তোমার?
তিনি গুরুজন দেখ গৌরব আমার
না যানে তাঁহারে অগ্রে বলিলে বচন।
অতএব প্রশ্নে তাঁর কিবা প্রয়োজন?
আর এক কথা তোমা বলি পিকবর
অধ্ব মধ্যে আছে কত কুঞ্জ মনোহর!
ফল, পুষ্প, কিসলয়ে হয়ে সুশোভিত
যত্নিবে রাখিতে তোমা করিয়া মোহিত!
কিন্তু তাহাদের করি সুশোভা লোকন
না থাকিও ভুলি, পাখি, এই নিবেদন।
দুর্দ্দান্ত শকুন্ত-লোভী শবর তোমায়
ধরে যদি, কবে তারে দুঃখ সমুদায়
এদাসীর, অবশ্য সে করিলে শ্রবণ
আমার কাহিনী, তোমা করিবে মোচন।

দস্যু পিক, পাষণ্ড জাতি, ব্যাধ দুরাচার
পাইলে তোমারে করে না ছাড়িবে আর
নিশ্চয়, তবে কি তুমি অভাগিনী তরে
হারাবে জীবন? আত্ম নাশিয়া কি করে
ধর্ম্ম কেহ? অতএব যাবে সাবধানে
শূন্যপথে, না বসিবে কভু কোন স্থানে।

হেন কালে বনপ্রিয় পুনঃ কুহুরবে,
শুনি ধনী গর্জ্জি তারে কহিলেন তবে।
"আবার উগর বিষ রে পোড়াকোকিল
কাল সাপ, দস্যু কি রে হয় দয়াশীল
বুঝাইলে, হায় যার স্বভাব যেমন
নহিবে অন্যথা কভু করিলে যতন।
নর। নারী মারি তোর পৌরুষ কি হবে?
তবে কেন বিরহিণী-পীড়াপ্রদ-রবে
পীড়িছ আমায়? আমি করি রে মিনতি,
প্রকাশগে শক্তি যথা আছেন ভূপতি।"

এত বলি মেঘপানে করি বিলোকন
কহিলা মৈথিলী তারে সখেদ বচন।
"চাতকী কাতর স্বরে স্মরিলে তোমায়,
হে চাতকপতি, তুমি বাঁচাও তাহায়
দান করি বারি। আজি দাসীর জীবন
বাঁচাও কথাটি এই করিয়ে পালন;

মম দূত হয়ে তুমি যাহ অযোধ্যায়
প্রাণনাথ নিকেতনে, বতনি তাঁহায়
কহিবে আমার যত দুঃখের কাহিনী।
করিবে যাহাতে হন অনুকূল তিনি।
ধরাধর, তুমি ধারা করিয়ে বর্ষণ
শিখাও ধনাঢ্য দলে দীনহীন জন
পালে দিতে ধন, আজি দাসী ভিখারিণী
এই উপকার-ভিক্ষা মাগে এপাপিনী
তাপ বার হে বারিদ, করুণা করিয়া
মম পরিগ্রহ-বার্ত্তা স্বগায় আনিয়া।"
  শুনন স্বনন শুনি ক্ষীণাঙ্গী তাহায়,
কহিতে লাগিলা কাঁদি পাগলিনী প্রায়।
"প্রবাহিত হেথা তুমি ওহে সমীরণ,
তাপ-হর, অভাগিনী তবে কি কারণ
শোক তাপে তপ্ত? কেন সন্তাপ তাহার
না নিবার হইলে কি কৃপণ দয়ার?
না তুমি তরল-চিত্ত সরল-চরিত
শুনিয়াছি, তবে কেন হেন বিপরীত
আচার? বিচার বিনা দীনা মহিলায়
বধ হে কুবোধ বায়ু, জ্বালাইয়া, হায়,
বিরহ-দহনে! তুমি জগজ্জীবন
জানি, তবে মম প্রাণ নাশ কি কারণ?

বৃথা গঞ্জি তোমা ভুঞ্জি কর্ম্ম অনুসারে
এতাপ, হে প্রভঞ্জন, মুছিতে কে পারে
অলিক-অঙ্কিত-অঙ্কে? ক্ষম সমীরণ,
এদাসীর দোষ করি দয়া বিতরণ।
হায় রে, বিরহে ভ্রান্তা আমি পাগলিনী
বৃথা গঞ্জিতোমা, মম জীবিতেশ যিনি
কোশলেশ, লিখি তাঁর সমীপে লিখন
স্বদুঃখের, উপকার কর হে পবন,
আশুগতি, লিপি সহকর আশুগতি
অযোধ্যা ভবনে, যথা আছেন ভূপতি!
হে সমীর, তব সুত (হায়রে, কপাল;
গিয়াছে বিগত হয়ে সে সুখের কাল!)
হনুমান সহিয়াছে কত যে যাতনা
এ দুঃখিনী তরে অত কে করে বর্ণনা?
করে কি এমন? হনু আমার কারণ
ত্যজি তনু-ত্রাস করি জলধি লঙ্ঘন
ভাঙিয়াছে মধুবন নিজ ভুজবলে,
দহিয়াছে স্বশরীর প্রদীপ্ত অনলে!
চিরজীবী হয়ে হনু নিরাপদে থাকে,
এই আশীর্ব্বাদ সদা করি আমি তাকে।
তব বলে বলী সেই তব গুণ ধারী
হও (যথা হনু) তুমি মম উপকারী।

না চিন যদি সে পথ কহ সমীরণ,
আমার-মানস মম করিবে গমন
পথ প্রদর্শক রূপে! প্রাণপতি পায়
নিবেদিবে এদাসীর দুঃখ সমুদায়।
পরে দিয়া লিপি তাঁরে উত্তর তাহার
আনিবে, অথবা সেই রাম দয়াধার,
(আহা; পোড়া ভালে তাহা ঘটিবে কি আর)
দয়া করি বাঞ্ছি যদি দাসীর উদ্ধার,
প্রেরেন শিবিকা কিম্বা স্যন্দন সুন্দর,
অবশ্য আনিবে সঙ্গে ওহে বায়ুবর।"
আশা-মদে-মত্ত সতী এতেক বলিয়া
বসিলা তমাল-তলে নীরব হইয়া
লিখিতে লিখন! আহা ভঙ্গিমা যেমন
একালে সীতার তাহা না যায় বর্ণন!
ভূ-নিহিত-উরুদেশে বাম পাণিতল
রাখিয়া, স্থাপিলা তাহে সুবিমল দল।
ধরিয়া লেখনী পরে, বামেতর করে,
রচিতে লাগিলা লিপি সখের অন্তরে!
মনাক সমানে শিরঃ মুক্ত কচ-রাশী
সুকেশীর, শ্রুতিযুগ আবরিল আসি
গণ্ড পানে, মরি যেন করিতে লোকন
সীতা-শোক-বার্ত্তাবলী-পূরিত লিখন!

" কি জ্বালা „ বলিয়া দেবী কর প্রসারিয়া
শ্রবণ-পশ্চাতে তাহা থুলা সরাইয়া !
রচিতে পত্রিকা মরি, শোকের সাগর
উথলিল বৈদেহীর, বারি ঝর ঝর
পড়িল অজস্র অশ্রু লিপির উপরে ;
ক্ষালিল প্ুঁচিল যত অক্ষর নিকরে !
ঈষৎ বিরাগে ফেলি পলাস লেখিনী
কাঁদিয়া পড়িল ভূমে সুধাংশুবদনী
ছিন্নমূলা লতা যথা, ক্রন্দন-নিনাদ
ভয়ানক, শুনি তথা গনিয়া প্রমাদ
আসি মুনিকন্যাগণে ধরি সীতাকরে
তুলিলা, বিবিধ রূপে প্রবোধিলা পরে !
" রে সখি " কহিলা তাঁরা রাঘব বাঞ্ছারে
" এমন আকুল কেন হলি একবারে ?
হারালি কি জ্ঞান ধনি, ছি, তুই কেমন
রমণী অধীরা মোরা না দেখি এমন ;
হারাবি কি আঁখি সখি কাঁদিয়া কাঁদিয়া
চিরকাল ? দেখি তোর দুঃখ ফাটে হিয়া
আমাদের ! রে জানকি, আশ্রমে এখন
চল, সখি, মুছি আঁখি ত্যজিয়া রোদন। '
এত বলি মুনিবালাদল নীরবিলা,
শোকাতুরা-সীতা তবে কহিতে লাগিলা ;

"সতীর পরাণ সখি পতি গুণবান,
সে পরাণ ছাড়া হয়ে যে লয়ে পরাণ
থাকে, ধিক্ ধিক্ সই, তাহার পরাণে।
তাই এ পরাণ মোর নাশিব কৃপাণে
কাটি গলদেশ; কিম্বা জ্বালি হুতাশন
হইব আহুতি তাহে; অথবা মগন
হয়ে জাহ্নবীর নীরে ছাড়িব জীবন;
কিবা যদি পাই বিষ করিব ভক্ষণ!
ত্যজিব এ ছার দেহ এখনি, স্বজনি,
সহিব যাতনা কত দিবস রজনী?
বলেছিলে সবে সখি, কিছু দিন পরে
গ্রহণ করিবে মোরে কোশল-ঈশ্বরে
সুনিশ্চিত। কিন্তু হায় করম-বিগুণে
মুনি বাক্য মিথ্যা! পুড়ি বিয়োগআগুনে!"
"ছি, সই," কহিলা তাঁরা জনকবালায়
"মুখে না আনিও পুনঃ এমন কথায়
আত্ম মৃত্যু সদা সখি, বাঞ্ছে যে যুবতী
ঈশ্বরসমীপে সেই থাকে পাপবতী।
শুনেছি নিপাতিসুতা বনিতাও নাকি
না ইচ্ছে আপন হত্যা চিরদুঃখে থাকি।
শিহরে তাহার হিয়া, নেহারে যখন
শার্দ্দুল, ভুজঙ্গ ভীম, অথবা জ্বলন

করে যবে বজ্র কিম্বা তরঙ্গ নিস্বন
ঘোরতর, তার তনু কম্পে ঘন ঘন!
তুমিত রাজেন্দ্র সুতা, রাজেন্দ্র রমণী
কিছু দিন পরে হবে রাজেন্দ্র-জননী
রাজেন্দ্রাণি, দুঃখ সুখ ঘুরে অনুক্ষণ
চক্র রূপে, বল কেন—কিসের কারণ
হারাবে জীবন? তব দুঃখের সময়
হয়েছে বিগত, এবে হবে সুখোদয়।"
শুনিয়া এতেক বাণী উত্তরিলা ধনী
মৃদু মধু রবে, "সবে শুন লো স্বজনী,
কেমনে ধরিব ধৈর্য্য আর্য্যপুত্র বিনা!
যাহার বিরহ তাপে এ দীনা মলিনা
যথা সৌরকরে লতা, তিনি কি সদয়
হয়ে লইবেন আমা? হেন ভাগোদয়
হইবে কি আর, সই? সে বিধু-বদন
পারিব কি কভু আমি করিতে লোকন?
মুহূর্ত্ত নারিলে, সখি, নেহারিতে মুখ
নাথের, এ দাসী কত ভাবিত অসুখ!
শয়ন করিয়া সই, কোমল শয়নে
পতিপাশে কত সুখ উপজিত মনে
কহিতে কি পারি তাহা! জাগিয়া শর্ব্বরী
করিতাম অবসান শুন সহচরি!

আসিলে নয়নে নিদ্রা হইয়ে স্বাগত
সঙ্গিনী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম কত !—”
না হইতে সমাপন জানকী-বচন
খেদ পূর্ণ, তূর্ণ যত ঋষি কন্যাগণ
কহিলা তাহারে সখি তুলিওনা মনে
ওসকল কথা, চল আশ্রমে একণে।
এতেক বলিয়া ধরি বৈদেহীর করে,
লইয়ে চলিলা সবে আশ্রম ভিতরে।

ইতি শ্রীসীতানির্ব্বাসনেকাব্যে
বিয়োগবিলাপোনাম
তৃতীয়ঃসর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

মহর্ষি-তনুজাদলে মিলিত হইয়া,
যাপেন সময় সীতা স্বামিরে চিন্তিয়া।
অহর্নিশ বিধাতার সমীপে কেবল
কামনা করেন সদা দয়িত-মঙ্গল।
সুচল সময়, মরি, অচল কি রয়?
দুঃখের দিবস তাঁর ক্রমে গত হয়,
অধোদেশে-নীর যথা। যথাকালে সতী
প্রসবিল। পুত্রযুগে অপূর্ব্ব মূরতি।
হায়রে, বৈদেহী দেবী বিমুগ্ধ হইয়ে
বিস্মরিবে স্বামি-শোক, হেন বিবেচিয়ে,
এরূপ সুরূপসুত-যুগলে প্রদান
করিলা তাঁহারে বুঝি বিধি দয়াবান!
প্রসব-বেদনে ধনী হয়ে অচেতন
ছিলা ক্ষণকাল, পরে মূর্চ্ছাপনোদন
হইলে, তাঁহারে তাঁর সহচরীগণে
কহিলা আহ্লাদে, ডাকি সুমধুর স্বনে;
"রে সখি, আজি কি তব সুখের উদয়!
প্রসব করেছ তুমি যুগল তনয়,

নয়নরঞ্জন রূপ, নেহার স্বজনি,
স্বীয় পুত্র-মূর্ত্তি তব সন্তাপদমনী!
দেহ ভাসে দ্যুতিশালা আছে আলো করি,
খনি গর্ভে মণি যথা, দেখ লো সুন্দরি,
আঁখি মেলি! আজি বড় আনন্দের দিন
লভহ আহ্লাদ হেরি নন্দন নবীন!"
"হে সখি," সুমুখী কাঁদি কহিলেন তবে,
"আহ্লাদিতা হয় বটে প্রসূতিরা যবে
প্রসবে সন্তান, কিন্তু এদের দর্শনে
সুখ বিনিময়ে দুঃখ উপজিল মনে!
প্রসবিলে অযোধ্যায় আত্মজ-যুগলে
হত যে উৎসব কত, কার সাধ্য বলে?
গাইত গায়কদল; নাচিত নর্ত্তকে;
বাজিত বাজনা; ধন পাইত যাচকে;
করিত মঙ্গলধ্বনি পুর-বাসি-সবে;
পূরিত সে পুরী মরি জয়জয় রবে!
কানন-বাসিনী আমি ধনহীনা নারী
দুর্দ্দশা-সেবিকা, সই, বুঝিবারে নারি
কেমনে এদেরে আমি করিব পালন,
কি রূপে ইহারা রবে ধরিয়ে জীবন।
রাজার নন্দন এরা কোমল শরীর
কমলে গঠিত যেন, কেমনে সুচির

যাতনা সহিবে ? কেন ইহারা এ পাপ
জঠরে জন্মিল দিতে আমারে সন্তাপ !”
সদ্যঃসূত সুতযুগ এহেন সময়
উঠিল কাঁদিয়া, পাসরিয়া সমুদয়
শোক তাপ সীতা আশু করিলা উৎসঙ্গে,
পিয়াইলা স্তন্য ভাসি সন্তোষ-তরঙ্গে,
বৎসলতে, তব কিবা মোহিনী শকতি,
চিন্তিলে বিস্ময় বোধ, অবসন্ন মতি !
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর যেই পরদ্বেষকারী,
সেও স্নেহে নিজ সুত তব আজ্ঞাধারী;
অনুক্ষণ। ঈশ্বরের সংসার রক্ষার
প্রমুখ উপায় তুমি, হেন নাহি আর।
ক্রমে সীতাসুতযুগ হয়েন বর্দ্ধিত
শুক্লপক্ষ ইন্দু যথা, কিম্বা (সম্ভাবিত
হয় যদি মহতের তুলা নীচ সঙ্গে)
শিখিনী শাবক যথা বাড়ে নানা রঙ্গে।
সমাপিয়া জাতকর্ম্ম মুনি গুণধাম,
রাখিলা কুমারদের কুশ লব নাম।
কুশ, কুসুমেষু রূপী, লব চারুতর
লাবণ্য-অন্বিত। দোঁহে হইলা তৎপর
বিবিধ বিদ্যায়; পরে বাল্মীকি- প্রণীত
রামায়ণ, আহা যাহা অতীব ললিত

পাঠ্য পুর্ণিত যেন, শিখি দুইজনে,
আবৃত্তি করিত সদা মধুর-নিস্বনে।
একদা দয়ালু ঋষি বসি কুশাসনে
চিন্তাতে নিমগ্ন হায়, বৈদেহী কেমনে
হবেন নায়ক সীতা। এহেন সময়
কহিল দূতেক আসি বন্দি পদদ্বয়,
"কোশলাধিপতি রাম কৌশল্যানন্দন,
তাঁর দাস-দাস পদে নমে তপোধন,
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ মহাভাগা যাঁর
পারে যে করিতে, নহে শক্তি আছে কার,
নরাধিপ করি সেই যজ্ঞ আয়োজন,
নিমন্ত্রিলা তোমা, প্রভো সহ শিষ্যগণ।
ধর আমন্ত্রণ-লিপি, কর নিরীক্ষণ।"
উল্লাসিত মুনি শুনি এতেক বচন।
এ শুভ সংবাদ মুনি দিতে জানকীরে
কুটীর অন্তিকে তাঁর আসিলা অচিরে।
কহিলা সীতারে, "সুতে, কোশলাধিপতি
অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করিয়ে সম্প্রতি
আমন্ত্রিলা আমা, আমি সহ শিষ্যগণ
যাইব নৈমিষে যজ্ঞ করিতে দর্শন।
তব পুত্রযুগে সাথে লয়ে যেতে সতি,
বাঞ্ছা করি, যদি তুমি কর অনুমতি।"

সপত্নী সোহাগ রামা সহিতে কি পারে !
সংশয়িলা সীতা এবে রাম-ব্যবহারে
শুনিয়া যজ্ঞের কথা। ভাবিলেন সতী
করেছেন দারান্তর অবশ্য নৃপতি।
নতুবা দ্বিতীয়া-কর্ম্ম যজ্ঞে কে করিবে ?
ভার্য্যা বিনা হেন কার্য্য কেমনে হইবে ?
কাঁদিয়া কহিলা দেবী, "যে আশা ধরিয়া
হে পিতঃ ছিল এ দাসী গেল ফুরাইয়া !
এত দিনে বুঝিলাম নির্ম্মম নৃমণি
অভাগিনী প্রতি, কোন সুভগা রমণী
হইলা প্রেয়সী তাঁর ! হায় রে, কেমনে
হেন গঞ্জনায় প্রাণ রাখিব এক্ষণে।
মনে ছিল আশা পুনঃ লইবেন পতি
অলীক অলিক-দোষে সে আশা সম্প্রতি।"

কহিলা মহর্ষি, "বালে, না হও কাতর,
না করিলা ভার্য্যান্তর কোশল ঈশ্বর,
কাঞ্চনে গড়িয়া তব মূর্ত্তি সুরুচির
যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভিলা রাঘব সুধীর।
দূরিতে যাতনা তব করিতে উদ্ধার,
রামে অনুরোধ আমি করিব এবার।
অবশ্য অযোধ্যানীতা হবে শীঘ্র, সতি
যাই কুশ লব সহ, কর অনুমতি।"

মধুর-নিস্বনা শুনি এতেক বচন
কহিলা “হে পিতঃ, মম যুগল নন্দন
যেন দুই চক্ষুঃ, হারা হলে একক্ষণ
তমঃপূর্ণ চারিদিক্ করি নিরীক্ষণ
ভ্রান্তমনে চিন্ত কত উদ্ভবে আপনা,
বৎসহীনা গাভী যেন, ভ্রমে অন্বেষিয়া।
কিন্তু তব সনে তারা করিবে গমন,
কি আছে আপত্তি মম তাহে তপোধন।
এই নিবেদন, প্রভো, ও পদে কেবল,
যতনে রাখিবে মোর নয়নযুগল।”

এতেক শুনিয়া ঋষি বিদায় হইলা।
সুখ-দুঃখ-সরসীতে বৈদেহী ডুবিলা।
বাল্মীকি-আশ্রমী যুক্তি বার্ত্তা আকর্ণনে,
সৌভাগ্য গণিলা তাঁর উপাসিকা গণে।

পোহাইলে নিশা, ঋষি সহ ভ্রাতৃগণ
নৈমিষের অভিমুখে করিলা গমন
রাম-যজ্ঞ দরশনে। দিন দুই পরে
উত্তরিলা যজ্ঞভূমে সুখিত-অন্তরে।
প্রেরিয়া সন্তানযুগে নরেন্দ্র-রমণী
ব্যাকুলা কুটীরে কাঁদি, হায় রে যেমনি
শবর লইলে পর শাবক হরিয়া
শূন্য নীড়ে বিহঙ্গিনী আকুলা কাঁদিয়া। (৩)

কিয়ৎক্ষণ পরে মুনি বসিয়া বিরলে
ভাবেন কেমনে নৃপ নন্দন-যুগলে
দেখাই রাজেন্দ্র রামে, কি বুদ্ধিকৌশলে
উদ্ধারি জানকী মুগ্ধা দগ্ধা শোকানলে।
সংগীতে নিপুণ মম শিষ্য কুশ লব
শুনি রামায়ণ গীত অবশ্য রাঘব
মোহিবে, পড়িবে মনে বৈদেহী সুন্দরী
করিতে সংগীত দোঁহে অনুমতি করি।
উপদেশ (অসমুদ্র সম্ভূত রতন
শিশুরে যে করে, আহা, বৃদ্ধ বিচক্ষণ)
দিতে কুশ লবে তবে ডাকিলেন মুনি।
উত্তরিলা দোঁহে আসি হেন আজ্ঞা শুনি।
"বৎস দ্বয়" কহিলেন মহর্ষি তখন
"শিখিয়াছ রামায়ণ ভাই দুইজন
অতীব প্রয়াসে, আজি সফলিতে শ্রম
সুললিত রবে গান কর মনোরম
বীণাযোগে সর্ব্বস্থানে। যদি নৃপবর"
শুনিতে ইচ্ছেন সেই সংগীত সুন্দর,
রাজসভা প্রবেশিয়া করিয়া সংগীত
মধুস্বরে, রাজেন্দ্রেরে করিবে মোহিত।
নরপতি সভা-দেশে যে পর্য্যন্ত রবে
অদুষ্ট, সুশিষ্ট আর মিষ্ট-ভাষী হবে।

যদি রাজা, বৎসযুগ, সংগীত শ্রবণ
করি, ব্যগ্র হন অর্থ করিতে অর্পণ,
লোভ বশ হয়ে নাহি করিবে গ্রহণ;
বিনয়ে প্রণামি তাঁরে কহিবে তখন,
ঋষি অন্তেবাসী মোরা বনবাসি-নর,
ফল-মূল-কন্দাশন, বাকল-অম্বর,
নহি বিত্ত-লিপ্সু, অর্থে নাহি প্রয়োজন,
চরিতার্থ দাস-দ্বয় করায়ে শ্রবণ
তোমার চরিত কথা, হে দেব, সম্প্রতি
আশীর্ব্বাদ কর মোরা যাই নিবসতি।"
   হেন আজ্ঞা দুইজন করিয়ে শ্রবণ,
ঝাঁটি জটা জুট মাথে করিলা বন্ধন,
কটিদেশে কসিয়া পরিলা ত্বগম্বর,
মাজিতে বীণার তার, হায়, যুগকর-
তলে শোণিতাভা প্রকাশিল! মুনিপায়
প্রণমিয়া তবে দোঁহে চলিলা ত্বরায়।
ঋষির কুটজ. নৃপ পট-নিকেতন,
যথা যথা গীত দোঁহে করিলা কীর্ত্তন
মোহিলা সকলে। পরে পার্থিব শ্রবণে
দিলা এ সংবাদ আশু আসি যত জনে।
বাঞ্ছিলা ভূপতি তবে শুনিতে সংগীত
ডাকিলা গায়কযুগে সভায় ত্বরিত।

প্রবেশি সভায় দোঁহে করিযে সংগীত
তুষিলা নৃপতি-মন। হায়, নির্ব্বাপিত
সীতা-শোকানল তাঁর পুনঃ প্রজ্বলিল।
দেখি তাহাদের মূর্ত্তি চিত্ত বিমোহিল।
অতীত বিরহ তাপ করিতে বর্দ্ধিত
দেখা দিলা এবে বুঝি বসন্ত সহিত
অতিবেশে শম্বরারি, রাবণ-অরিরে।
কহিলা রাজেন্দ্র দোঁহে অতি ধীরে ধীরে।
"শুনি তোমাদের গীত শ্রুতি-বিনোদন
অধীরিল চিত্ত তৃপ্তি নহে সমাপন;
তে লাগিয়া অদ্য গানে হইয়া বিরত
কল্যাবধি দয়া করি, শুনাইবে যত
শিখিয়াছ দোঁহে।" শুনি এতেক বচন
বিদায় হইলা দুই বৈদেহী-নন্দন।

পোহাইলে নিশীথিনী নিমন্ত্রিতগণ
আসিলা সভায় মরি, করিতে শ্রবণ
সংগীত উল্লাসে, সবে যথা যোগ্য স্থানে
বসিলা প্রতীক্ষা করি গায়ক-আহ্বানে।
বশিষ্ঠ, সুতপোনিষ্ঠ, কুলপুরোহিত;
জাবালি, বিবিধ গুণ-আবলি-মণ্ডিত;
কাশ্যপ, কাশ্যপি তেজে গম্ভীর প্রকৃতি,
বামদেব মহামুনি, বামদেবাকৃতি;

বসিলা রাজেন্দ্র রাম রাজসিংহাসনে,
হায়রে, বিষণ্ণ-মূর্ত্তি বৈদেহী-বিহনে!
ভরত, লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন সুমতি
বসিলা সভায় সবে শোকাকুল অতি!
সুগ্রীব, অঙ্গদ সহ বসিলা সভায়,
বসিলেন বিভীষণ, বিভীষণ-কায়;
হনুমান, হায়, যথা অপমানি-জন
বসিলা অবশে অশ্রু বরষে লোচন
স্রোতোরূপে, সীতা শোকে মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস
ছাড়েন, মরিবে, যেন বহিছে বাতাস।
অদূরেতে অরুন্ধতি ঋষিপত্নীগণ
বসিলা মধুর গীত করিতে শ্রবণ।
কৌশল্যা, কুশলময়ী, নরেশ-জননী;
কেকয়ী, কেকয় তারে মূঢ়তা-রমণী;
সুমিত্রা, বিচিত্র-মতি, রাম-হিতৈষিণী;
মাণ্ডবী, রূপেতে যথা পাণ্ডব-কামিনী;
লক্ষ্মণ-প্রেমাব্ধি-ঊর্ম্মি ঊর্ম্মিলা রূপিণী,
শ্রুতকীর্ত্তি, যার মূর্ত্তি চিত্ত বিনোদিনী,
বসিলা ললনাকুল আকুলিত মনে
মলিনবদনা সবে সীতার-বিহনে!

হেন কালে মহামুনি বাল্মীক সহিত
কুশ লব সভা দেশে হয়ে উপনীত

বসিলা নির্দ্দিষ্ট স্থানে। দেখিয়া রুচির
রূপ দোঁহাকার রাম হইলা অধীর।
বাৎসল্য রসেতে তাঁর রসিল হৃদয়
সহসা, অন্তরে কত চিন্তার-উদয়!
কে হেন বালক দুই চিনিতে না পারি
অনুপমরূপে, আহা, মুনিমনোহারী!
হায়রে, বাৎসল্য কেন উপজিল মম
এপাপ-অন্তরে আজি, দেখিয়া অসম
সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ঋষি-সন্তান-যুগলে
দুর্ভাগ্য আমার মত এই ধরাতলে
কে আছেবা! মরি যদি হেন ভাগ্য হবে
প্রিয়া জানকীরে কেন নির্ব্বাসিব তবে!
অনুমানে বুঝি এরা রাজার নন্দন
ছদ্ম বেশধারী, আহা, যথা হুতাশন
ভস্মাবৃত, রূপের সমতা মম সনে
দেখি তবে ঘটিল কি ইহা অকারণে!
বিশেষ বাল্মীকি-শিষ্য এরা দুইজন
প্রিয়া-নির্ব্বাসন কালে রাখিলা লক্ষ্মণ
বাল্মীকি বিপিনে তারে, সীতার সন্তান
নিশ্চয় ইহারা ইথে না হইবে আন!
অথবা দুরাশা আশা এযাতনা দেয়
যে হয় দুরাশ এর তদন্ত বিধেয়।

এতেক চিন্তিয়া রাম রহিলা নীরবে
গায়ক যুগলে গান আরম্ভিলা তবে।
মোহিলা রাজেন্দ্রে দোঁহে সংগীতে, যেমন
পঞ্চমুখে বিপঞ্চীর যোগে পঞ্চানন
মোহিলা কেশবে যবে গঙ্গা সম্ভবিলা।
বিষ্ণু-পদে, বিষ্ণুপদী সুনাম লভিলা!
কতক্ষণ পরে রাম কহিলা লক্ষ্মণে
“হে ভ্রাতঃ গায়কদ্বয়ে তোষহ এক্ষণে
সহস্র সুবর্ণ দিয়ে।” একথা শ্রবণে
কহিলা বিনয়ে দুই বৈদেহী-নন্দনে।
“ঋষি অন্তেবাসী মোরা বনবাসিগণ
ফল-মূল-কন্দাশন, বাকল-অম্বর,
নহি বিত্তলিপ্সু, অর্থে নাহি প্রয়োজন।
চরিতার্থ দাসদ্বয় করয়ে শ্রবণ
তোমার চরিত তোমা হে দেব, সম্প্রতি।
আশীর্ব্বাদ কর, মোরা যাই নিবসতি।”
বিস্মিত সমূহ সভা করি আকর্ণন
সুগায়ক যুগলের এহেন বচন।
প্রবাহিল সভা স্থানে এহেন সময়
রোদন-নিনাদ-স্রোতঃ শোক তপময়
মহাবেগে! তাহে ভাসি নরেন্দ্রজননী
দিলা দেখা, মুখে মরি, সীতা সীতা ধ্বনি!

ফণিনী মণির শোকে যেমতি চঞ্চলা,
জনী জানকীর শোকে তেমনি অবলা!
শুনি খেদ-নাদ, তাঁর নেহারি দুর্দ্দশা
অধীর হইলা রাম; পড়িলা সহসা
ভূমিতে; ভরত আর শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু আদি বিভীষণ
আছাড়ি পড়িলা; ফেলি ছত্র ছত্রধর
কাঁদিয়া পড়িলা; দেখি দ্রবিল অন্তর
সীতাসুত যুগলের, অবশিল কর,
খসিয়া পড়িল বীণা ভূমির উপর,
পড়িলা কাঁদিয়া দোঁহে; আর আর জন
হা সীতা হা সীতা শব্দে লভিলা পতন
ভূমি বক্ষে; যথা ভীম প্রভঞ্জনাহত
তরু, লতা, গুল্ম, তুল-শৈল শৃঙ্গ যত!
কতক্ষণে চেতনিয়া কহিতে লাগিলা
কৌশল্যা সখেদ বাক্য! শুনিয়া মোহিলা
সভা জনগণ মুনি বাল্মীকি-নয়ন
সলিল বর্ষণে মরি তিতিল আনন!
“হে পুত্র রাঘব মোর অঞ্চলের মণি,
কে এই বালক যুগ নিরখি অমনি
সীতা লতা জাত যুগ-কুসুমস্তবক
বলিয়া শাস্তিল মম এতত অন্তর!

অবনীরে অনুভাবি তোমার সন্তানে!
দেখ কত চিহ্ন তব আছে বিদ্যমান
এ শরীরে, বাছা শীঘ্র লহ পরিচয়
এ হেন বালক যথা অনাথের মত।”
এতবলি পুনঃ রামা পড়িলা ভূতলে,
সশব্দে, কদলী যথা ঘোর বাতবলে!
সযত্নে তুলিলা তাঁরে রাম নরবর
“ প্রিয়াশোকে কুশলবে হৃদয় কাতর;
“ যথার্থ হে ঋষি-পুত্র বলহ আমারে
তোমাদের পিতৃ মাতৃ নাম শুনিবারে
বাসনা, ছলনা ত্যজি দেহ পরিচয়
স্বজনক জননীর নাম কিবা হয়।”
রাম মুখ বিনিঃসৃত এহেন বচন
শ্রবণে, তাঁহারে তাঁরা কহিলা তখন;
“ রাজন্, কাননে মোরা উটজনিবাসী
ঋষিবর শিষ্য সদা শাস্ত্র-অভিলাষী।
কি নাম, কেমন তিনি, নাহি চিনি পিতা,
তাপস-তনুজা মাতা নাম তাঁর সীতা
কৃশাঙ্গী, মলিনবেশা, দুঃখিনী সতত
খেদাকুলা, ম্রিয়মাণা তপস্যা-নিরত!”
বাহিরিলে এই বাক্য বদনে দোঁহার
উঠিলা কাঁদিয়া রাম করি হাহাকার!

আলিঙ্গি নরেন্দ্র স্বীয় যুগল নন্দনে
কহিতে লাগিলা কত আকুল বচনে !
" প্রাণের নন্দন তোরা হায়রে কেমনে
ছাড়িয়া তোদেরে আমি ছিলাম জীবনে
এতদিন, প্রাণাধিক, ধিক্ মম প্রাণে,
বনবাসী পুত্র কার পিতা বর্ত্তমানে !
এতেক বচন কহি রাম নীরবিলা,
তাঁর পানে চাহি মুনি বাল্মীকি কহিলা ;
" দাশরথে, ভাবিয়া মৈথিলী-চরিতে
দিলা বনবাস ; কিন্তু আছে কি মহীতে
সীতাসমাসতী রামা ? হায় অকারণ
ভুঞ্জিলা যাতনা সতী ! তোমার মতন
কঠিন-হৃদয় কেবা ? হে রাম সুবোধ,
এই জানকীরে আমি করি অনুরোধ।
নিরীহ ললনা সীতা পতির কারণ
সীতাপতি, দিবা নিশি করিছে যাপন
বিলাপিয়া ! আর কত সহিবে সে দুঃখ !
দাম্পত্য-সম্পত্তি ছাড়ি লভিবে কি সুখ।
আদেশ কিঙ্করবৃন্দে রাজেন্দ্র ত্বরিতে
লইয়া আসিতে তারে কানন হইতে। "
দিলেন সম্মতি রাম এতেক কথায়
আহ্লাদেতে গেলা মুনি। হইল সভায়

আনন্দ নির্ঘোষ। সবে পুলকে পূর্ণিত
আহ্লাদিত কুশ লব হয়ে পরিচিত।
বাল্মীকি-আশ্রম-পদে নিশীথ-সময়ে
কাঁদেন রাঘব রাম। আকুল হৃদয়ে
আঁধার কুটিরে! নরি শুনিতে সে ধ্বনি
নীরবে রয়েছে যেন স্বভাব আপনি!
সন্তাপিনী তাপ যেন করিতে হরণ,
দয়াবতী নিদ্রা দেবী করিলা আসন
নেত্রযুগে; দর্ভাসন পাতিয়া রমণী
শুইলা, সকল শোক ভুলিলা অমনি।
নিশা শেষে স্বপ্ন এক হেরিলা রূপসী,
সহাস্যবদনা এক সীমন্তিনী বসি,
শিরোদেশে পদ্মকর করিয়ে অর্পণ
কহিলা সতীরে এই মধুর বচন—
"সুবচনী নাম মোর শুন সুলোচনে,
শুভকামা, সুসংবাদ দেই সর্ব্বজনে।
অদ্য তমী অবসানে তব সুখোদয়
হইবে, লইবে তোমা নরেন্দ্র নিশ্চয়।
ভাগ্যবতি, চিত্তক্ষোভ কর পরিহার
বিগত যাতনা যত হয়েছে তোমার।
এতেক বলিয়া দেবী অদৃশ্য হইলা।
চমকিয়া সতী সীতা চৌদিকে চাহিলা!

প্রাণপতি, চিত্ত-ক্ষোভ কর পরিহার
নিশ্চিত যাতনা যত হয়েছে তোমার।”
এতেক শুনিয়া তাঁরা কহিলা তখন
“প্রভাতের স্বপ্ন মিথ্যা না হয় কখন।
অবশ্য হে ইন্দুমুখি, দয়াসিন্ধু রাম
লইবেন তোমা সখি, যাইবে স্বধাম।”
এহেন সময় যান-শিবিকা সহিত
বাল্মীকির শিষ্য এক আসি উপনীত।
সুমুখ তাঁহার নাম, সম্মুখে সীতার
কহিল দাঁড়ায়ে তারে বাক্য সুধাধার।
“কোশলেশ তোমা পুনঃ লইবেন, সতি,
চল শীঘ্র অযোধ্যায় নিরখিতে পতি
ক্ষৌণীন্দ্রকে, গৌণে আর নাহি প্রয়োজন
আহ্লাদিতা সীতা শুনি এতেক বচন
নাচিল পুলকেতে শরীর তাঁহার,
তিরোহিল বিরহজ-সন্তাপের ভার।
সাজিয়া মঞ্জুলবপু পরিয়া বসন,
সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু করিলা অর্পণ।
মুকুরে দেখিয়া মুখ মাগিয়া বিদায়
মুনিসুতাগণ স্থানে, উঠিলা ত্বরায়
শিবিকায় ভাবী সুখ ভাবিতে ভাবিতে
পরদিন উপনীতা যেয়ে নৈমিষিতে।

তুলি হস্তে উলি সতী পুলকিত মনে
প্রণমিলা মহামুনি বাল্মীকি-চরণে।
ভক্তিভাবে পদরজঃ মস্তকে লইলা।
আশীষি মহর্ষি তাঁরে সহর্ষে কহিলা।
" সম্মতিলা রাম, বালে, লইতে তোমায়
কল্য প্রাতে আমি তোমা লইয়া সভায়
অর্পিব তাঁহার করে, হেরিবে সকলে। "
সুধিলা শুনিয়া সতী নন্দন যুগলে,
" রে কুশ, রে লব, সত্য বলরে আমায়,
কিরূপ শুনিলি তোরা রাজ অভিপ্রায়?
সত্য কি রে যা কহিলা মহর্ষি এখন?
প্রত্যয় না করে আত্মা এ হেন বচন। "
" শুন মা " বৈদেহী-সূনু কহিলা তখন
" যথার্থ মহর্ষি যত কহিলা বচন। "
সুতের কথায় সীতা ছেদিয়া সংশয়
একেবারে লভিলেন সুখ অতিশয়।

ইতি শ্রীসীতানির্ব্বাসনে কাব্যে
সীতা-পরিগ্রহোনাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২	শশুর	শ্বশুর
১০	৮	বিদেহী	বৈদেহী
১৫	৬	প্রতিব্রতা	পতিব্রতা
৩১	১	আযোধ্যা	অযোধ্যা
৪০	১	অন্তরিরে	অন্তরিবে
৪২	৭	কুসুমা- সুষম অঙ্গী	কুসুম ! সুষ- মা অঙ্গী
৪৮	৮	তাহ	তারে
৫১	২	আশুগমানস	আশুগ-মানস
৬৫	১৪	মুরতা	মুরজা
৬	১৫	সুচিত্রা	সুমিত্রা
৬৭০	১৬	প্রবাহিনী	প্রবাহিণী